# পার্থ-পরাক্রম

( নাটক )

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ধর কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১ম সংস্করণ।

১৩১১ সাল

মূল্য ॥০ আনা

ঢাকা, স্যমন্তক-যন্ত্র।
শ্রী মুন্সী একাব্বর প্রিণ্টার দ্বারা
মুদ্রিত।

যিনি

শৈশব হইতে আমাকে

প্রাণের সহিত মমতা করিয়া আসিতেছেন,

যিনি

আমার রচিত পুস্তকাদি

পাঠ করিতে সর্ব্বদাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন

সেই

অকৃত্রিম স্নেহময়ী, করুণ হৃদয়া,

পরমারাধ্যা

ভাওয়াল-রাজ-দুহিতা

শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবী

ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণীর

পদারবিন্দে,

এই

ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

তদীয় চির-স্নেহ-পালিত

গ্রন্থকারের

অকৃত্রিম ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত

হইল।

---

# গ্রন্থকারের নিবেদন।

কালীগঞ্জের ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক মদ্‌রচিত "কৌরব কলঙ্ক" নাটক স্থানীয় "অমিয় থিয়েটারে" গত ছয়মাস যাবৎ অভিনীত হইতেছে। ভগবানের কৃপায় অভিনয়ে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। উক্ত থিয়েটার সম্প্রদায়ের অভিনয় জন্য এই নাটকখানিও রচিত হয় এবং গত শ্রীপঞ্চমী দিন অবধি ইহাও ঐ থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। "কৌরব-কলঙ্কের" ন্যায় এই নাটকখানিও নানাস্থানের অভিনয়ের আগ্রহাতিশয়ে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষতঃ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া এই পুস্তকখানিও মাত্র ৮। ৯ দিনের মধ্যে লিখিয়া দিতে হইয়াছিল; কাজেই বই খানিতে নানাপ্রকার ভ্রম যে রহিয়াগিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কালীগঞ্জের "অমিয় থিয়েটার" পার্টি আমার নাটক দুইখানি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অভিনয় করতঃ এবং অন্যান্য প্রকারে, আমাকে যে অপরিসীম উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কালীগঞ্জ, ঢাকা।
১৩১০ সাল, ২৩শে মাঘ।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

# নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ।

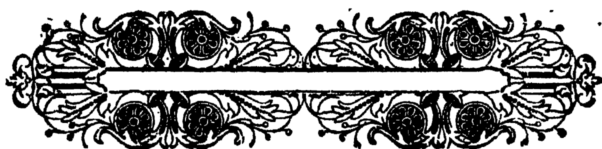
বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, হর ( মহাদেব ), ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মাতলি, নন্দী,
কিরাতরূপী মহাদেব, চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব, দেববালকগণ,
ব্যাসদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন,
দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, নিবাতকবচ,
বিদূষক, মুনিগণ, প্রমথগণ,
ঋষিবালকগণ, দৌবারিক,
প্রতিহারী, নিষাদগণ.
উদ্যানরক্ষক,
তীর্থযাত্রী,
সৈন্যগণ,
প্রভৃতি।

---

## স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মী, পার্ব্বতী, ধরিত্রী দেবী, দেববালাগণ, উর্ব্বশী,
মেনকা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচি, প্রমথিনীগণ,
কুন্তী, দ্রৌপদী, ব্রাহ্মণী, নর্ত্তকীগণ,
ফুলওয়ালীগণ, তীর্থযুবতীগণ,
উদ্যানরক্ষয়িত্রীগণ,
তীর্থযাত্রীনারীগণ,
প্রভৃতি।

---



# পার্থ-পরাক্রম।

## ( নাটক )

### প্রস্তাবনা।

( কৈলাস-শিখর )

হরপার্ব্বতী, নন্দী ও প্রমথ প্রমথিনীগণ।

প্রমথগণ। ভোলানাথ, বম্‌বম্ জয় পিনাকধারী,
ভবেশ ত্র্যম্বক হর ত্রিপুরারি।

প্রমথিনীগণ। ভবের ঘরণি, দুর্গতি নাশিনি,
জয় কাত্যায়নি, শিবে শুভঙ্করি !

প্র—গণ। শমনহারী, শ্মশান চারী,

প্র—নীগণ। সুখদা মোক্ষদা বরদা শঙ্করি !

প্র—গণ। কুলু কুলু নাদে শিরে বহে সুরধুনী,

প্র—নীগণ। উলঙ্গী রঙ্গিনী নৃমুণ্ডমালিনি !

—গণ। পতিত পাবন, ভৈরব ভক্তের জীবন
ধরাভারহারী ঃ—

প্র—নীগণ। অভয়দায়িনি, ত্রিতাপনাশিনি,
হে মোক্ষদায়িনি জয় ক্ষেমঙ্করি

---

( ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র। প্রণমি চরণে
ওহে চন্দ্রচূড় !
নমি গো অভয়পদে
ওমা অভয়দায়িনী উমে !

হর। এস এস পুরন্দর,
কহ স্বর্গের কুশল।
এ সময়ে
কহ কোন প্রয়োজনে
সুরেশ্বর !
আসিয়াছ হেথা ?
আবার তো কোন
নব উপদ্রব,
ঘটে নাই স্বর্গপুরে ?

ইন্দ্র। শিবময় শিব সদা সহায় যাদের,
যা'দের মঙ্গলতরে
ব্যস্ত সদা আপনি অম্বিকা—

তাদের কি উপদ্রব পরে

সন্তানে শঙ্কর ?

তবে যে সময়ে সময়ে

ঘটে কোন উপদ্রব

ত্রিদশ আলয়ে

তাহা শুধু

মদোন্মত্ত দেবকুল সুশিক্ষার তরে।

হর। সত্য যা' কহিলে সুরনাথ,

দেবকুল তরে

সদা ব্যস্ত শঙ্কর শঙ্করী।

এবে কহ শুনি,

কি মানস করি' আইলে কৈলাসে।

ইন্দ্র। আশুতোষ,

নাভির সুগন্ধে মাতি' কুরঙ্গ যেমতি

ধায় সেই গন্ধ অন্বেষণে,

তেমতি সতত মোরা

যদিও বিরাজি বিভু পাশে,

যদিও লভেছি সুদুর্লভ সুরজন্ম,

তথাপি মোহের পাশ

নারি কাটিবারে সদা।

তেঁই আসি' পশি' শান্তিপুরে

মাগিবারে শান্তি সুখ।

হে ঈশান,

এবে কহি তবে

যেই দুঃখ জানাইতে আইনু হেথায়।
মহাদেব,
কুলাঙ্গার অবনীর রাজা
পাপ দুর্য্যোধন
কত যে দিতেছে জ্বালা,
ধর্ম্মবীর পাণ্ডুপুত্র গণে,
জানত মহেশ?
এবে পাণ্ডবের বিষম দুর্গতি!
ত্যজি' রাজ্য ধন কাটাইছে তা'রা কাল
গহন কাননে; — অতি কষ্টে।
অহো! সে দৃশ্য হেরিলে
পাষাণও বুঝি হয় দ্রবীভূত।
হে পিনাকী!
এই কিহে ধর্ম্ম-পরিণাম?
এদের দুর্গতি বিভো'ভাব কি অন্তরে?

হর। (সহাস্যে) হে সুরেন্দ্র,
বালক তুমি, তাই কহ হেন।
ওরে, আমি কি ভাবিব ছাই,
পাণ্ডবের তরে!
তুমি ভাব যা'রে,
আমি ভাবি যাঁ'রে—
সেই ভাবনায় অধিকারী সদা
আপনিই পাণ্ডবের
ভাবনায় আছেন ভাবিত।

ফে'লে দূরে পাণ্ডব-ভাবনা,
এবে পবিত্র হইবে সবে
পাণ্ডবেই ভে'বে।
অহো, ধন্য পাণ্ডব ?
তারা'ই চিনেছে সার ;
ভোলানাথ শুধু
ভুলেই কাটা'ল !

ইন্দ্র। আবার ধাঁধায় প্রভো, চাহ ফেলিবারে ?
হর ভাবে হরি,
হরি ভাবে হরে,
এ ধাঁধায় তো ঘুরিতেছি সদা।
এবে ত্যজিয়া ছলনা
কর দেব, যে হয় বিধান।
হুহু ক'রে জ্বলে প্রাণ
বাছা অর্জ্জুনের তরে।
পুত্রের দুর্গতি পিতার পরাণে
অসহ্য ভবেশ !
ভোলানাথ,
আর কেন ভুলাও দাসেরে।
সহেনা-সহেনা বিভো,
কহ কি ইচ্ছা তোমার ?

(অধোবদনে স্থিতি)

হর। শান্ত হও সুরেশ্বর,
ভোলা তোমা' ভুলায়নি কভু।

যা' কহিনু সত্য কথা।
কেন মিছে অর্জ্জুনের তরে
ভাবি', হও উচাটিত ?
নহে সে সামান্য নর,
নর-নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ।
এ হেন অর্জ্জুনে
ভুলিতে কি পারে কভু ভোলা ?
যাও ইন্দ্র, আপন আলয়ে,
পাণ্ডবের নিত্য সাথী আমি !
শীঘ্রই বাঁধিবে মহারণ মহীতলে ;
বসন-বেষ্টিত অনল যেমতি
বাহিরায় আপনার বেগে,
তথা পাণ্ডবের ধর্ম্মবল
ছড়াইবে ধরামাঝে,
ধ্বংশি' কুরুকুল।

ইন্দ্র। আশ্বস্ত হইল প্রাণ।
ঘুচিল ভাবনা।
তুমি যা'র সহায় ভবেশ,
তা'র আর কিবা ভয় ?
যাই তবে আপন আলয়ে,
কিঙ্করে রাখিও পায়
এই মাত্র ভিক্ষা তব পাশে।

(ইন্দ্রের প্রস্থান)

নন্দী। দুনিয়ার আজব খেলা
একটা কালা একটা ধলা।
হর। পাগল আবার কি বলে!
নন্দী। পাগল দেখে পাগলের খেলা,
সবাই পাচ্ছেন কাচ্ কলা।
হর। সে কিরে নন্দী!
নন্দী। নন্দী বলে পাগ্লা কথা,
শোন্‌লে হয় মাথা ব্যথা।
কাল ঠাকুর আর ধলা ঠাকুর
সংসারটা এদেরই চক্কর।
বাবা আমার ভোলানাথ,
জানেন বেশ বুলাতে হাত!
শেষে কিন্তু অনেক জানি
নিজকে নিয়েই টানাটানি!
হর। তুই আবার কি জানিস্‌রে?—
নন্দী। বর দি'ছিলে ভস্মাসুরে।
সস্তা আশুতোষের তুষ্টি
শেষে কিন্তু কষ্টাকষ্টি।
কুরুক্ষেত্রেও হ'বে তাই
পাগলা মনে দেখতে পাই।
পার্ব্বতী। পাগলার কথা গুলো বড়ই মিষ্টি। থাক্ আর পাগলকে ঘাটিয়ে কাজ নেই।
হর। আচ্ছা, যা পাগলা, এখন সিদ্ধি বেটে আন্। আর একটা হরিগুণ-গান গা—

নন্দী। (তোমার) গরজ থাকে ভাব হরি,
নন্দীর কি কাজ হরি টরি!
হ'য়ে সামান্ত বেগারি
কাজ কি মোর খবরে তারী।
বাজিয়ে বগল সকাল বেলা
নন্দীরাম গা ববম্ ভোলা —
নন্দীরাম গা ববম্ ভোলা।

(নন্দীর প্রস্থান)

হর। এর-ই নাম ভক্তি! নন্দী আমার-শান্তির প্রস্রবণ

পটক্ষেপ।





# প্রথম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( হস্তিনাপুর—প্রমোদবন )

দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, ও বিদূষক

আসীন।

---

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত।

সুখে ফুটেছে কলি,

( মধু লুটিছে অলি )।

মলয় বায়ে, হেলে দুলে, সোহাগে ঢলি'।

ছুট্‌ছে সুবাস ধীরি ধীরি আকুল ক'রে,

প্রাণে প্রাণ পড়ে ধরা, জুড়াল প্রাণের জ্বালা,

আদরে গলি'—

প্রাণের বাঁধন, প্রাণের রতন, সব দিয়ে খুলি',

নতুন প্রেমে, নতুন ভাবে, খেলিছে অলি।

---

বিদূ। আরে বা—রে—বা! এইবার অমরাবতী রসাতল! এঁ যে সাক্ষাৎ উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা! আর আমিও গান

শু'নে হতভম্ব! ওগো, রইলে কেন দাঁড়িয়ে? দাও সুধা ছড়িয়ে।

গীত।

এস বিজনে দু'জনে মিশিয়ে রই।
হ'য়ে মুখোমুখী, ক'রে চোখচোখি,
পরাণে পরাণ ঢালিয়ে দেই।
নীরবে নীরব প্রাণের কথা,
কহিয়ে জুড়াব প্রাণের ব্যথা,
আধ আধ ঘুমে, রহিব নিঝুমে,
প্রীতির নিঝরে ভাসিয়ে ঐ—
সুখে হাসিবে চাঁদ, প্রেমে পাতিব ফাঁদ
বিহ্বল পরাণে উদাস হই'॥

বিদূ। এইবার বাজিমাৎ! সুধায় হাবুডুবু খাচ্চি। দম্ ছাড়্‌তে যে আর পারিনি। আঁখির ঠাঁরে, প্রেমের ধারে, গানের সুরে প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! বেঁচে থাক মামা ঠাকুর চিরজীবী হ'য়ে। হার তিন খানা জুটিয়েছিল ভাল। হাড়ের ঠোকা-ঠোকিতে চোখ-চোখি দেখে প্রাণ যায়!

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশা। ধন্য ধন্য মামা তুমি!
তোমারই কৃপায় আজি
অতুল ঐশ্বর্য্য-সুখ
ভুঞ্জিছে কৌরব নির্ব্বিরোধে।

শকুনি। এই তো আমার সাধ।
তোমাদের হেন সুখ হেরিলে নয়নে
জুড়ায় মামার প্রাণ।
হেন সুখে তোমাদিগে পারিলে রাখিতে
মামার পরাণ সদা নাচেরে আনন্দে।

বিদূ। (স্বগত) আহা, মামা-ভাগিনেয়ের ভালবাসার কি
অপূর্ব্ব সম্মিলন!

দুঃশা। আশীর্ব্বাদ কর মামা,
থাকিলে সহায় তুমি,
কৌরবের সুখরবি
হবেনা কখনো অস্তগামী।

বিদূ। ঠিক্ বলেছ দুঃশাসন। এ সংসারে মামা সহায় আর গুরু সহায়, প্রায় একই কথা। তা'র আর ভয় কি? বিশেষ এ মামা যেমন তেমন মামা নয়, স্বয়ং শ-কু-নি!

দুর্য্যো। বয়স্য,
মামা আমাদের
প্রকৃতই হিতাকাঙ্ক্ষী অতি।
এ ঐশ্বর্য্য, এ বিভব, যাহা কিছু আজি
ঘটিয়াছে ভাগ্যে আমাদের,
সবই তাহা মামার কৃপায়!

বিদূ। তা' সত্য মহারাজ, তা সত্য। এমন মামা কারুর হবেনা হয়নি তো পরের কথা! এমন মামার আমি বালাই নিয়ে মরি, মামার প্রীতিতে সবে বল হরি হরি! মহারাজ, এমন আনন্দের দিনে সবাই তো আনন্দ কচ্ছে, কেবল

আমরা ব্রাহ্মণকুল কি শুকিয়ে থাক্‌বো ?

দুর্য্যো। তোমাদের আবার আনন্দ কিসে ?

বিদূ। "নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ" !

দুর্য্যো। তা' হ'বে—হ'বে। ব্যস্ত কেন ?

বিদূ। রাজা রাজরার খেলা, খেল সকাল বেলা, বিশেষতঃ "শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং" আর পেটঞ্চ ফলার ভক্ষণং। এরপর কি হয় কে জানে ?

দুর্য্যো। সখে, নীরস রহস্য নহে ইহা,
কথায় কথায় তব
আছে বহু উপদেশ।
যদিও আনন্দে এবে
মাতোয়ারা কুরুদল,
কিন্তু দুর্য্যোধন প্রাণে
আশঙ্কা নিয়ত আছে জাগরূক।
যদিও পাণ্ডবে মোরা
তাড়িয়েছি বিজন বিপিনে,
তবুও আমরা
শক্রহীন হই নাই কভু।
স্রোতস্বতী-স্রোত বাঁধিলে কর্দ্দমে
সেই বাঁধ আর থাকে কত কাল ?
তাই নানা শঙ্কা মনে জাগে অনুক্ষণ।

কর্ণ। কেন বৃথা ভাবনায় ভাবি'
হইছ ব্যাকুল রাজা ?
এবে নিষ্কণ্টক তুমি,

কর সুখে রাজ্য ভোগ।

ভারত-গৌরব কৌরব ঈশ্বর হ'য়ে,

বনচারী পাণ্ডবে ভাবিয়ে

হইতেছ ভীত নৃপ?

আর কোন্ মুখে তা'রা হ'বে সম্মুখীন?

একান্তই যদি তা'রা ঘৃণা লজ্জা ত্যজি

পুনঃ দাঁড়ায় বিপক্ষ হ'য়ে

তা'তেই বা কেন ভয়?

ফুৎকারে উড়বে তা'রা ভস্মরাশি সম।

কুরুপুরে ঘরে ঘরে বালবৃদ্ধ যুবা,

বীর অবতার সবে;

আছে কি এ বিশ্বে কোন জন

আটিতে সমরে একা ভীষ্মদেব সনে?

বিভু থাকিলে সহায়,

একা কর্ণ পারে ডুবাইতে পাণ্ডবেরে

বারিধির নীরে।

দুঃশা। দাদার হৃদয়ে

চিরকাল ঐ এক ভাব!

বালকের মত জুজু-ভয় চিতে!

তারকানিকর-শোভি-দ্বিজরাজ হ'য়ে,

খদ্যোত-আলোক হেরি'

হও ভীত-চিত?

ছি-ছি দাদা.

হাসাইলে তুমি ক্ষত্রিয় সমাজ!

কৌরবের সৌভাগ্য-গগনে
সুখ-রবি এবে সমুদিত!
এখনো আতঙ্কে তুমি কাটাইবে কাল?

বিদূ। ঠিক্ ভায়া ঠিক্, "তথাপি চেংরা নচ ভদ্রলোকঃ"। মহারাজকে বুঝিয়ে ওঠা দায়। বুঝ্তে যা' কিছু বোঝেন মামা, আর কিছু কিছু এই শর্ম্মা! আহা, এমন আনন্দের দিনে, আনন্দ-উদ্যানে কেন আর নিরানন্দে কাটাচ্ছ। আনন্দের সবই আয়োজন হয়েছে, তবে কেবল একটারই অভাব দেখ্ছি —

দুঃশা। কিসের?

বিদূ। এই মেঠাই মণ্ডা মিষ্টান্ন ইত্যাদির।

দুঃশা। বামুন কেবল চিনেন পেট্!

বিদূ। তা' চিন্‌ব বই কি? রাজার সম্বল রাজ্য, ধনীর সম্বল ঐশ্বর্য্য; শিশুর সম্বল কান্না, স্ত্রীর সম্বল গয়না; কৃপণের সম্বল কড়ি, মানিনীর সম্বল কলসী আর দড়ী; মূর্খ পণ্ডিতের সম্বল টিকি নাড়া, আমার বেরাহ্মণীর সম্বল মস্ত খেংরা, তর্পণের সম্বল কোশা, আর মামার সম্বল পাশা; তোমার সম্বল মামা শকুনি, আমার সম্বল গিন্নীর বকুনি; চোর দস্যু আর নূতন জামাইর সম্বল রাত্রি, ঘটকের সম্বল বিয়ের পাত্রী; লম্পটের সম্বল পরের স্ত্রী, বুড়োর সম্বল তরুণী স্ত্রী, নূতন রাজার সম্বল ভেট্, আর বামুনের সম্বল পেট্।

দুর্য্যো। (সহাস্যে) দুঃশাসন,
কর পরিতুষ্ট সখারে আমার।

( বিদূষকের প্রতি ) সখে !
শান্তিময় প্রমোদ-কাননে আসি
ক্ষুধানল কিহে তব বাড়িল দ্বিগুণ ?

বিদূ। মহারাজ, প্রমোদ উদ্যানে মর্ত্ত্যের যে সব অপ্সরাদিগকে স্থান দিয়াছেন, তা'দের গলার সুরগুলি বড়ই হজ্‌মী ! সুর-সুধা পান ক'রে আমার ক্ষুধানল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ছে !

( প্রতিহারীর প্রবেশ )

প্রতি। মহারাজ !
পাণ্ডব-বারতা নিয়ে
গুপ্তচর দ্বারে উপনীত।

দুর্য্যো। ( শশব্যস্তে ) আসিয়াছে গুপ্তচর !
মাতুল, যাও তারে নিয়ে
নিভৃত প্রকোষ্ঠে।
যাও কর্ণ, যাও দুঃশাসন,
আমিও যাইব সেথা ক্ষণকাল পরে।

( বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ
শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসনের প্রস্থান )

বিদূ। শিশুর চরিত্র আর রাজার চরিত্র প্রায় একরূপ ! হাসাতেও পারেন কাঁদাতেও পারেন ! ভাল খেলা খেলেছ মামা ঠাকুর ! আর খুব মামাগিরিও করে নিলে। বড় লোকের অনেকগুলি "গিরি" থাকে, যথা শালাগিরি, ঘরজামাইগিরি, মোসাহেবগিরি, মামাগিরি, ইত্যাদিশ্চ। এখন দেখ্‌ছি মামাগিরিই সব চেয়ে সেরা ! বড় মানুষের

বাড়ী আসভাব জিনিস পত্তর ঢের থাকে, যথা—হাতী, ঘোড়া, গাড়ী—তদ্রূপ শালা, মামা, এয়ার প্রভৃতি পোয়াজিমাও থাকা চাই। যাক্ সে কথা। (নর্ত্তকীগণ প্রতি) ওগো, সোণার চাঁদেরা! আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আর দু'একটা গান্ টান্ শুনাও, তা'র পর চলে যাই।

১ম নর্ত্তকী। একবারের সুরের চোটেই পেট জ্বলেছে, এরপর যে ভস্ম হ'য়ে যাবে। আর গানে কাজ নেই, পথ ছাড়, চ'লে যাই।

বিদূ। তা' হচ্ছেনা সোনামণি! এই দাঁড়ালুম পথ যুড়ি'।

---

গীত।

নর্ত্তকীগণ। আ-ছি-ছি-ছি, আ-ছি-ছি-ছি,
একলা রমণী পে'য়ে এত কেন জাঁক্?

বিদূ। বেশ্-বেশ্-বেশ্-বেশ্, বেশ্-বেশ্-বেশ্-বেশ্
এখন তো'দের ভারি ভুরি রাখ্।

নর্ত্তকীগণ। মুখপানে কেন চাও।
পিছু পিছু কেন ধাও,
ভেঙ্গে দিতে চাও বঁধু সরম-কপাট্;

বিদূ। এস লাজুনি, এস হাস্নুনি,
ঠে'রে চোখ্ খানি, কে'ড়ে প্রাণ খানি,
কাছে ঘে'সে হেসে লাগাও তাক্।

নর্ত্তকীগণ। পথ ছাড়, ওকি কর,
এ কিরূপ বিধান;

বিদূ। চুপ্-চুপ্-চুপ্-চুপ, কোস্‌নে কথা,
লাগে প্রাণে টান্।

নর্ত্তকীগন। পীরিতির কি এ রীতি বঁধু,
দেও ঘুরণ পাক্॥

( গাইতে গাইতে প্রস্থান )

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

( দ্বৈতবন )

যুধিষ্ঠীর ও দ্রৌপদী।

যুধি। ( স্বগতঃ )

মানবের অদৃষ্ট-অম্বরে
অস্তমিত হয় যবে সৌভাগ্য-তপন,
কত বিভীষিকা মাঝে
যাপে কাল মানব তখন।
জীবের পরীক্ষা স্থল
এর চেয়ে আর, নাই ঘোরতর।
কালচক্র নিবূর্ণনে হইয়া ঘূর্ণিত
মানবত্ব ছে'ড়ে
পশুত্ব লভয়ে কত নর।
কি আজব সংসারের গতি!

কি আজব মানবের খেলা!
কি বিষম প্রহেলিকাময়
মানব জীবন!
আজি স্বর্গে, কালি মর্ত্ত্যে, পরশ্ব পাতালে,
আজি রাজা, কালি প্রজা, পরশ্ব ভিখারী
আজি শিশু, কালি যুবা, পরশ্ব স্থবির,
আজি ভোগী, কালি রোগী, পরশ্ব শ্মশানে—
এই তো জীবের গতি!
এ প্রপঞ্চে বঞ্চে জীব জীবন কেবল!
হে ভবেশ!
কি খেলা যে খেলিতেছ তুমি
তুমিই তা' জান শুধু।
কি সাধ্য জীবের
ভেদিতে এ রহস্য বিষম!
বামনের সাধ ধরিতে চন্দ্রমা,
আর সামান্য জীবের সাধ
ভেদিতে এ দুর্ব্বোধ রহস্য—
উভয়ই সমান।
এ বিষয়ে অজ্ঞতাই সুখের নিদান।
নারায়ণ!
আর কিছু নাহি চাই,
কর আশীর্ব্বাদ,
থাকে যেন মতি সদা অভয়-চরণে।

দ্রৌপদী। মহারাজ!
আর কি ও বদন-সরোজে
দেখিবেনা হাসি দাসী?
আর কি পাণ্ডবদের প্রিয় সম্ভাষণ
পশিবেনা শ্রবণ-বিবরে?
হায়!
ধর্ম্মবীর বলি' যাঁরা বিখ্যাত ধরায়,
এই কি তাঁদের ধর্ম্ম-পরিণাম?

যুধি। পাঞ্চালি!
আছে কি শকতি কারো এ মহীমণ্ডলে
এড়াইতে কর্ম্মভোগ?
ছায়া যথা কায়া সনে
ফেরে সর্ব্বস্থানে,
তথা মানবের কর্ম্মফল
থাকে নিত্য মানবের সনে।
প্রিয়তমে,
একেত রমণী তায় রাজার দুহিতা—
কেন বা স্বেচ্ছায় তুমি
ঝাঁপিলে এ দুখের পাথারে!
তব দশা হেরিলে নয়নে
ফেটে যায় বুক!
হায়, সৃজেছিল বিধি কিরে
ঐ চারু দেহ
ভুঞ্জিতে এ নিদারুণ বনবাস-জ্বালা?

দ্রৌপদী। ছি-ছি নাথ,
ওকি কথা কহ?
পতিপদ পূজা বিনা রমণীর সুখ
আছে কি জগতে আর?
স্বামী যদি যাপে কাল বিজন বিপিনে,
রমণীর অট্টালিকা-বাস,
হয় শুধু শরশয্যা-সম।
যে ভাবে যে স্থানে স্বামী যাপেন জীবন,
সতীও সে ভাবে সেথা কাটাইবে কাল
পূজি' সদা পতিপদ।
ইহাই সতীর কাম্য,
ইহাই সতীর সুখ,
ইহাই সতীর স্বর্গ!
এইতো কহিলে তুমি
মানবের সুখ দুঃখ—শুধু কর্ম্মফল!
তবে কেন নাথ,
অনর্থক বাক্যানলে দহ এ দাসীরে?

(ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। আদেশ পালিয়া দাদা, আইনু ফিরিয়া।
যোগী, ব্রতী, তপশ্চারী—
আছে যত দ্বিজ এই বনমাঝে,
সকলেরই তপোবিঘ্ন
করি' বিদূরিত,
লভিয়াছি আশীর্ব্বাদ দোঁহে।

যুধি।　　অর্জ্জুন! ভাই!
এইতো ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম!
দেবদ্বিজে রক্ষাকরা ক্ষত্রিয়ের কাজ।
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে
ভগবানও হ'ন তুষ্ট।
নাশিবারে পাপতাপ এই সংসারের
অবতীর্ণ নারায়ণ নিজে
ব্রাহ্মণ-রূপেতে এ ধরায়।
ব্রাহ্মণের পাদ-পদ্ম লভিলে ভকতিতে,
ব্রহ্মপদ অনায়াসে হয় ভাই লাভ।
তেঁই কহি দ্বিজ-পদে মতি
থাকে যেন সদা তোমাদের।
এবে করহ বিশ্রাম ভাই,
শুকিয়েছে প্রিয়মুখ খানি।
মহাপাপী আমি,
নরকের কীট আমি,
তেঁই মোর তরে, সহিতেছ সবে
অশেষ যন্ত্রনা!

দ্রৌপদী।　　মহারাজ!
চাহ, চাহ একবার ফিরি'
তব ভ্রাতৃদ্বয় পানে।
হের হের মুখ দোহাকার।
হায় প্রভো!
পাষাণে কি বাঁধিয়াছ হিয়া?

কুরুরাজ-অপমান,
বিষ্ঠাকীট অনুজের তা'র
অশেষ লাঞ্ছনা, সহিয়াছি ধীরে।
কিন্তু নাথ!
আর নাহি পারি সহিবারে,
আর নাহি পারি দেখিবারে,
পাণ্ডব দুর্গতি!
এ সংসারে ভুঞ্জে যদি নারী
অনন্ত দুঃখের জ্বালা,
দহে যদি নারীর পরাণ সদা শোকাগুণে—
তবু থাকে সুখী,
যদি পায় একবার দেখিবারে
পতির প্রসন্নমুখ!

ভীম। শুনিতে কি পাও মহারাজ!
শ্রবণে কি পশে সমুদয়?
ছেড়ে দাও রাজ-ধর্ম,
ছেড়ে দাও ক্ষত্র-ধর্ম;—
সামান্য মানবও ভবে
করে প্রাণপণ রক্ষিত অবলা।
এই মাত্র তুমি,
কত উপদেশ দিলে রক্ষিবারে দ্বিজে।
কিন্তু দাদা,
নাই কি ধর্ম্মের বিধান কোন
নারী রক্ষিবারে?

হয় কি স্মরণ !—
অহো ! অসহ্য সে স্মৃতি !
এখনও সেই দৃশ্য—সে' নরক,
ভাসে যেন চোখের সম্মুখে !
কুরুসভা—প্রিয়ার সে আর্ত্তনাদ !
উঃ—অসহ্য—অসহ্য !
আর নাহি ! সহে প্রাণে !
অহো ! মহারাজ !
বহে নাকি রক্ত-বিন্দু শিরায় তোমার ?
লভ নাই কি জন্ম ক্ষত্রকুলে ?

যুধি। ভাই ভীম ! শান্ত কর মন ;
সহিষ্ণুতা এ জগতে,
বীরের প্রধান ধর্ম্ম।
দুখের উপরে দুখ কেন দাও প্রাণে ?
বিধাতার যাহা ইচ্ছা হবে তা' নিশ্চয়,
বিভুপদে স'প ভাগ্য !
কেন বৃথা হও বিচলিত।

ভীম। কি কহিব দাদা,
ছি-ছি,
হাসাইলে তুমি ক্ষত্রিয়-সমাজ।
মহার্ণবে ঝঞ্ঝাবাতে
কে কবে কোথায় থাকে ছে'ড়ে দিয়ে হা'ল ?
তেমতি কভু কি বীর
চাহি' ভাগ্য পানে গণে ভবিষ্যৎ ?

কাপুরুষই করে তাহা।
পাপমতি কুরুদল সনে
হইতাম যদি পরাজিত মোরা
সম্মুখ সমরে,
জ্বলিত না প্রাণ এত।
কপট আচারে, কপট পণেতে
নিল পাপিগণ রাজ্যধনসব,
মন্ত্রমুগ্ধ সর্পমত থাকিতে শকতি
নারিনু লইতে প্রতিশোধ!
কাপুরুষ মত সব ত্যজিনু হেলায়,
ইহাই কি ক্ষত্র-ধর্ম্ম দাদা?
প্রত্যেক অনুজ তব
পারে হেলে জিনিবারে সমস্ত ভুবন।
ইহাতেও সহিছ গঞ্জনা শত,
সহিতেছ অপমান কত,
ইহাই কি বীর-ধর্ম্ম দাদা?
অধর্ম্মী কপটি জনে
শাস্তি প্রদানিলে,
যদি হয় ধর্ম্ম লোপ,
যাক্ হেন ধর্ম্ম জলধি-গরভে।
পুনঃ কহি রাজা,
একবার জাগাও হৃদয়।
কর আজ্ঞা ভ্রাতৃগণে
শাস্তি দিতে

নরক সমান পাপ-দুর্য্যোধনে।

যুধি। ভাই বৃকোদর,

যা' কহিলে বটে সত্য সব

কিন্তু ভাই,

যদিও করহ রণ কুরুরাজ সনে,

পারিবে কি অবহেলে পরাজিতে তা'রে?

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ,

অশ্বত্থমা, কৃপাচার্য্য আদি

অসংখ্য বীর-কেশরী কৌরব-সহায়,

না জিনিয়ে উহাদিগে

কিরূপে জিনিবে কুরুরাজে?

ভবিষ্যৎ চিন্তা কভু কর নাকি ভাই?

হ'তে পার চারিভাই বীর চূড়ামণি,

কিন্তু অগণিত ধুরন্ধর বীরগণ সনে

কিসে বা আটিবে ভাই সমর-প্রাঙ্গণে?

চিন্তি' মনে এ সকল করিও উত্তর।

( জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবা। মহারাজ, মহর্ষি ব্যাসদেব এইবনে ঋষিদের আশ্রমে বিশ্রাম কচ্ছেন। আপনাকে স্মরণ করেছেন।

যুধি। অহো, ধন্য আমি আজ!

তাই এ অধমে পদরজ দিতে

স্মরেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।

যাও দৌবারিক,
পূজিবারে মহর্ষিকে চলিনু এখনি।

(যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান)

অর্জ্জুন। (ভীমের প্রতি)
এতদিনে বিধি বুঝি হইলা সদয়,
তাই এ দুর্দ্দিনে
মহামুনি ব্যাসদেব করিলা স্মরণ
হতভাগ্য পাণ্ডব-ঈশ্বরে।

(সকলের প্রস্থান)

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দ্বৈতবন—আশ্রম)

---

ঋষিবালকগণের গীত।

শাখি-শিরে পাখীগণে হরিগুণ গায় রে।
মধুর মোহন রবে পরাণ জুড়ায় রে॥
মৃদুল মধুর মলয় বায়,
বহে ধীরি ধীরি জুড়া'য়ে কায়,
কুঁহু কুঁহু কুঁহু, পিউ পিউ পিউ,
কোকিল পাপিয়া তানেরে॥

(গাইতে গাইতে ঋষিবালকগণের প্রস্থান)

( ব্যাসের প্রবেশ )

ব্যাস। আহা ! কি মধুর তান,
জুড়াইল তাপিত পরাণ।
বালকের সুধামাখা কণ্ঠহ'তে
ঝরিতেছে যেন অমিয়ের ধারা,
আত্মহারা হইনু শুনিয়া !

( যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ )

যুধি। প্রণিপাত করি পায়
হে ভারতবিভূষণ !
পরম সৌভাগ্য আজ,
তেঁই তব সন্দর্শনে
হইল পবিত্র পাপ দেহ মোর।

ব্যাস। ধর্ম্মরাজ !
এতদূর না হইলে পুণ্যশ্লোক বলি
লভিতেনা খ্যাতি ভবে।
এতদূর না হইলে
থাকিত কি বাঁধা পাশে
আপনি শ্রীহরি ?
হেরিলে তোমায় রাজা জুড়ায় পরাণ,
যেন কোন মোহমন্ত্রে টানে প্রাণখানি !
আর আমি কোন্ ছার ? —
যেই আকর্ষণে পারে টানিবারে
গ্রহরাজে,

উপগ্রহ সেই-টানে পারে কি তিষ্ঠিতে ?
যা'র-টানে পড়িয়াছে বাঁধা
আপনি মাধব,
পারে কি সহিতে সেই-টান
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ?
ধন্য যুধিষ্ঠির তুমি,
ধন্য তবানুজ চারিজন !
এবে কহি রাজা,
আসিয়াছি তবস্থানে যাহার কারণে—

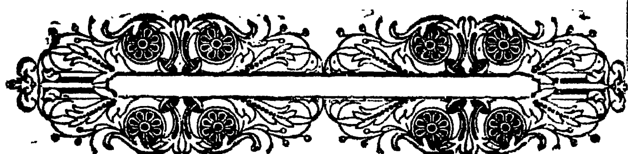
যুধি। হে মহর্ষে !
কেন আর ভুলাও দাসেরে ?
নারায়ণ তুমি—
নাশিতে ধরার ভার
অবতীর্ণ অবনীতে বেদব্যাসরূপে।
হে অনঘ,
কেন আর কর ছল অধম কিঙ্করে ?
এবে কহ প্রভো !
কি আদেশ করিবারে স্মরিয়াছ দাসে।

ব্যাস। শোন রাজা,
জগতের মঙ্গল কারণ
বিভুর ইচ্ছায়
আসিয়াছি তব পাশে নৃপ !
জানি তুমি হইয়াছ ভীত
কৌরবের ভয়ে।

তাই তুমি পরাঙ্মুখ
সম্পাদিতে ধরার মঙ্গল
শাস্তিদিয়া পাপ কুরুদলে ।
এবে তোমা প্রদানিব আমি
"প্রতিস্মৃতি" বিদ্যা ।
যাহার প্রভাবে
করিবে অভীষ্ট লাভ মহাবল ধনঞ্জয় ।
হে রাজন্ !
পাঠাও অর্জ্জুনে দেবগণ পাশে,
করি' তপে তুষ্ট তাহাদিগে
লভিবেক অস্ত্ররাজি পার্থ মহাবল
ত্যজ এই বন তোমরা এখন,
করহ গমন বনান্তরে ।
চল এবে,
"প্রতিস্মৃতি" বিদ্যা তোমা করিয়া প্রদান
যাইব আপন স্থানে ।

যুধি । হে মঙ্গল নিদান ব্যাসদেব,
ধন্য তুমি !
তোমা হ'তে পাণ্ডবের
দুর্গতি হইবে দূর—বুঝিলাম এবে ।
দিও স্থান পাণ্ডবেরে চরণের তলে !
এবে চল প্রভো !
আজ্ঞা তব করিব পালন ।
বিধাতার ইচ্ছা কেবা পারে বাধা দিতে ?

( উভয়ের প্রস্থান )



# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বন)

তপস্বিবেশে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। হায়!
বহুকাল হয় গত,
অনশনে অনিদ্রায় থাকি'
ডাকিতেছি কাতর হৃদয়ে
দেবরাজে,
তবুও তাঁহার দয়া নাহি হ'ল।
পশে নাকি আর্ত্তনাদ মোর
শ্রবণে তাঁহার?
নাই কি পরাণে তাঁর দয়া-মায়া-লেশ?
প্রাবৃটের বারিধারা,
গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপ,
শীতের প্রখর প্রকোপ
সহিতেছি অবহেলে।

তবুও হৃদয় তাঁর গলিল না হায়!
হে পিতঃ! হে ত্রিদিব পতে!
কত আর কষ্ট দিবে অভাগা সন্তানে?
সন্তানের আর্ত্তনাদ পিতা হ'য়ে তুমি,
কেমনে সহিছ তাত!
কাঁদিলে সন্তান পারে কি তিষ্ঠিতে পিতা?
এত কি পাষাণচাপা হৃদয় তোমার?
না না, নহ তুমি পাষাণ-হৃদয়,
আমিই কুপুত্র তব, তাই তুমি বাম!
জীবন পর্য্যন্ত পণ মম,
দেখি কত দিনে তুমি হও হে সদয়।
( ধ্যানে মগ্ন হওয়া )

( ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র। ( স্বগত ) হায়! হায়!
কি কঠিন হৃদয় আমার!
আমার কারণে বাছা ত্যজিয়া সংসার
ত্যজি' সুখ ভোগ আদি আহার বিহার
কত কষ্টে—কত যাতনায়
মনেপ্রাণে ডাকিতেছে মোরে অহর্নিশ।
আর আমি?
সাক্ষাৎ শ্রীহরি অংশ হেন পুত্র ধনে
আছিনু ভুলিয়া?
না—না—আরনা,

এবে দিয়ে দেখা
করিগে সান্ত্বনা বাছারে আমার।
( নিকটে যাইয়া )
বৎসরে !
হের একবার,
আসিয়াছে তোর হতভাগা পিতা,
আর কেন কষ্ট পাও যাদুমণি !

অর্জ্জুন। কে তুমি ?
পুনঃ কোন্ মায়াধর
আসিয়াছ ভুলাইতে মোরে ?
দূর হও—এস্থান হইতে।

ইন্দ্র। আর কেন দুঃখ দিস্ বাছাধন !
একবার চক্ষু মে'লে দেখ্‌রে চাহিয়া
আসিয়াছে পিতা তোর ত্যজি' স্বর্গধাম।

অর্জ্জুন। ( নয়ন মেলিয়া )
কই - কই —কই ?
অহো ! আসিয়াছ পিতা ?
পড়িয়াছে মনে এত দিনে
অবোধ সন্তানে ?
পিতা ! পিতা ! পিতা !
দেহ পদরজ দাসে,
পবিত্র হউক মোর পাপ দেহ খানি।
সংসারের দুঃসহ অনলে
জ্বলিতেছে কায়,

ও পদ পরশে
করি একবার প্রাণ সুশীতল।

ইন্দ্র। অর্জ্জুন!
কেন আর বাক্যানলে দহ পিতৃপ্রাণ?
আর দুঃখ করিস্‌নেরে বাপ!

অর্জ্জুন। দুঃখ-দুঃখ? হে সুরেন্দ্র!
অর্জ্জুনের দুঃখ-রাশি,
হইবে কি দূর এ জনমে?
হায় হায়!
সুরপতি ইন্দ্র যা'র পিতা,
তাহার এ দশা ভবে?
কহ পিতা, কহ দয়া ক'রে
কেমনে এ কষ্ট সহিব পরাণে?
চিন্ত মনে তাত!
পাণ্ডুপুত্রগণ-দশা।
ত্যজি' রাজ্য-ধন-জন
গহন কাননে তা'রা কত কষ্টে হায়
যাপিতেছে কাল!
ইহাই কি হ'ল পিতা
তাহাদের গতি?

ইন্দ্র। অর্জ্জুন!
পাণ্ডবের দুঃখ রাশি হইবেক দূর।
সত্যপাশে এবে বদ্ধ যুধিষ্ঠির,
সত্যভঙ্গ-ভয়ে ভীত চিত্ত তা'র।

সত্য-কাল হইলে বিগত
পাণ্ডবের ভাগ্যাকাশে
উদিবেন সৌভাগ্য-তপন।
হইবেক পরাজিত পাপ কুরুদল
পাণ্ডব-প্রতাপে।
জানি আমি সব,
পাঠায়েছে তোরে ধর্ম্মরাজ
লভিবারে দেবঅস্ত্র,
ব্যাসের আদেশে
পূর্ণ হ'বে মনোরথ তোর।
এবে শুদ্ধচিত্তে করি' তপঃ
তোষ আশুতোষে।
লভ পাশুপত অস্ত্র তোষিয়া শঙ্করে,
পশ্চাতে যাই'ও বাছা
আমার আলয়ে।
উপদেশ মম করহ পালন,
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়।
এবে আমি যাই সুরলোকে।

(অন্তর্দ্ধান)

অর্জ্জুন। প্রণিপাত করি পিতা,
আজ্ঞা তব করিব পালন।

(প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

( কৈলাস-শিখর )

হর পার্ব্বতী ও নন্দী।

( মুনিগণের প্রবেশ )

১ম মুনি। হে পিনাকিন্,
প্রসীদ তপস্বিগণে।
তপোবিঘ্ন কর বিদূরিত।

হর। আবার কি বিঘ্ন ঘটিল ধরায়,
থাকিতে জীবিত স্মরহর,
কার হেন সাধ্য এ জগতে
ঘটাইতে তপোবাধা ?
কহ মুনি কে হেন সাহসী ধরায় ?

১ম মুনি। তৃতীয় পাণ্ডব মহাবল ধনঞ্জয়
ঘোরতপে করিছে কম্পিত
তপোবন।
না পারি তিষ্ঠিতে মোরা।

হর। ও ! হইল স্মরণ,
বুঝিয়াছি সব।
যাও নিরাতঙ্কে ঋষিগণ,
আপনার স্থানে।
না ঘটিবে বিঘ্ন কোন,
ত্যজি' শঙ্কা নিজকার্য্য করহ এখন।

মুনিগণ। জয় জয় হর !

( মুনিগণের প্রস্থান )

(ধরিত্রী দেবীর প্রবেশ)

ধরিত্রী। পিতা পিতা, রক্ষা কর তনয়ারে তব।
আর না সহিতে পারি,
থর থর করি' কাঁপে কলেবর!
অর্জ্জুনের তপোতেজ, অসহ্য এখন
কর পিতা উপায় ইহার।

হর। হে ধরিত্রী দেবি!
যাও নিজস্থানে,
না করিও ভয়।

ধরিত্রী পিতা,
কিঙ্করীরে রেখো রাঙ্গাপায়।

(প্রস্থান)

নন্দী। বা-রে-বা কি মজার খেলা,
দেখ্‌রে নন্দী! খেল্‌ছে ভোলা!

হর। তুই আবার কি মজা দেখ্‌লিরে?

নন্দী। নন্দী দেখ্‌ছে ব'সে মজা,
কাজটা কিন্তু নয়কো সোজা।
(এবার) বাবা মায়ের দৌড়দৌড়ি,
প্রমথগণের হুড়োহুড়ি,
খে'য়ে ভাঙ্গ ধুতুর গাঁজা,
ববম্ ব'লে বগল বাজা
ববম্ ব'লে বলে বগল বাজা।

(বেগে প্রস্থান)

হর। হে শঙ্করি!
মর্ত্ত্যভূমে হইবে যাইতে মোর সনে
কিরাত মূর্ত্তিতে।
ঐ শোন ডাকিতেছে ধনঞ্জয়,
না পারি তিষ্ঠিতে আর।

পার্ব্বতী। নাথ, ভক্তের প্রতি যদি সদয়ই হইলে, তবে অপর মূর্ত্তিতে দেখা দেওয়ার প্রয়োজন কি?

হর। পরীক্ষিতে ভক্তি-বল।
সংসারের জীব
সহজেই হয় পথচ্যুত।
যে আধারে যে জিনিস রাখা প্রয়োজন,
সে আধার সে জিনিস
ধারণে সক্ষম কিনা,
সুধীজন আগে দেখেন বিচারি তাহে
তাই কিরাত রূপেতে
পরীক্ষিয়া অর্জ্জুনেরে,
পরে হইব সদয়।
চল দুর্গে!
বিলম্ব করিতে নারি আর।

(প্রস্থান)

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হিমালয় প্রদেশ—অরণ্য)

তপস্বি-বেশে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। হায়,
আর কত কাল কাটাইব হেন ভাবে?
হে মহেশ! হে আশুতোষ!
আর কত কষ্ট দিবে এ কিঙ্করে?
কত মায়া ফাঁদ পাতিলে চৌদিকে,
কত ভীতি সঞ্চারিলে পরাণ মাঝারে,
এবে প্রাণ হ'ল কণ্ঠাগত,
ক্ষীণ হ'ল কলেবর,
এখনও প্রভো হবেনা কি দয়া?
যায় যাক্ প্রাণ,
তবু হর, না হব বিচ্যুত
আপন কর্ত্তব্য হ'তে।
(সচকিতে) ও কি!
আসিতেছে ভয়ঙ্কর বরাহ এবার
করিবারে গ্রাস!

(ধনুতে জ্যারোপণ)

(কিরাত বেশে মহাদেব ও পার্ব্বতীর প্রবেশ)

কিরাত। সম্বর, সম্বর অস্ত্রবেগ।
হে তপস্বিন্,
নাহি হান বান এই বরাহের প্রতি।
তব অগ্রে আমি করিয়াছি লক্ষ্য
বধিতে বরাহরূপী এই দানবেরে।

অর্জ্জুন। নির্দ্দোষী জনেরে
যদি কেহ বিনা দোষে করে আক্রমণ,
অবশ্য সে বধ্য শতবার।
কে তুমি ?
কি হেতু মোরে কর নিবারণ ?
না শুনিব বাধা তব।
এই হানিলাম শর।
( শর নিক্ষেপ )

কিরাত। দেখি কেবা কত শক্তি-ধর !
( শর নিক্ষেপ )
( নেপথ্যে শরের প্রতিঘাতজনিত ভীষণ শব্দ )

অর্জ্জুন কে তুমি ?
দেব, কি দানব কহ ব্যক্ত ক'রে।
কি হেতু ফিরিছ বনে ল'য়ে বামাগণ ?
নাহি হয় ভয় প্রাণে ?
কেন বা করিলে বিদ্ধ শরজালে
মোর লক্ষ্য—এ বরাহরূপী
রাক্ষসেরে ?
মৃগয়ার ধর্ম্ম, ইহা নহে কভু।
এই পাপে তুমিও, আমার বধ্য,
ক্ষমার অযোগ্য তুমি।

কিরাত। ওরে রে ভণ্ড তপস্বী !
এই বুঝি তোর তপোযপ !
হও অগ্রসর,

উপযুক্ত শিক্ষা আজ প্রদানিব তোরে।
রে ভণ্ড! রে নষ্ট! রে পাষণ্ড!
এস একবার,
'মৃগয়ার ধর্ম্ম' শিক্ষা দিবরে উচিত।

( যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান )

( দুইজন বন্য নিষাদের প্রবেশ )

১ম নিঃ। ওরে বাবারে! গেছিরে! এই বুঝি এলোরে! হায়! হায়! হায়! হায়! হায়! কেমন করে প্রাণটা যাবে রে

২য় নিঃ। আরে কি হয়েছেরে! বলিস্‌নারে! ওরে বল্ শিগ্‌গির বল্! আর যে ছুট্‌তে পারিনে।

১ম নিঃ। তুই কিছু জানিস্‌নে তবে ছুট্‌লি কেন?

২য় নিঃ। তুই দৌড়চ্ছিস্ দেখে আমিও দৌড়লুম। এখন বল্ শিগ্‌গির কি হ'য়েছে।

১ম নিঃ। ওরে সে কথা কি বল্‌বরে! আমার প্রাণ কেবল চিংড়িমাছের মত লাফাচ্ছেরে! ওরে ভাই, কোথা যাবরে।

২য় নিঃ। আরে কেবল চেচাচ্ছে, আরে ব'লে ফেল্‌না। বল্ শিগ্‌গির।

১ম নিঃ। ওরে বনের ভেতর কি একটা যেন এসেছে। তার নাকি তিন্‌টে চোখ, পাঁচটা কাণ, দু'ট পেট, আট্‌টা পা'! যে বেটারা শুয়র মারে, তা'দিগকে ধ'রে টকাটক্ টকাটক্ গিলে ফেলেরে! আমায় ধরেছিল আর কি। ও বাবারে! গেলুম্‌রে! এঃ! এঃ! ( কম্পন )

২য় নিঃ। ওরে কি বলিস্‌রে! টকাটক্ গিলে ফেলেরে! হায়

হায়! হায়! তবেইত গেছিরে! হারে তুই সেটাকে দেখেছিস্ ?

১ম নিঃ। আরে দেখ্‌লে কি আর আস্ত থাকতুম! একটা লোক দৌড়ে যাচ্ছিল আর এই কথা ব'লে গেল! ওরে বাবারে! ঐ বুঝি এলোরে! ওরে আমার দাঁত গুলো শির্ শির্ ক'রে উঠ্‌ছেরে! পেটের ভাতগুল ছাতু হ'য়ে গেলরে! কাণটা ভো-ভো কচ্ছেরে! হায়! হায়! কোথা যাবরে! ওরে আর দাঁড়িয়ে কেন ? চল্ ছুটে! ঐ বুঝি এলোরে!

(প্রস্থান)

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(গোলোক ধাম)

সিংহাসনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।

দেবকন্যাগণের গীত।

হের সু-নয়নে, লক্ষ্মীনারায়ণে,
হেররে পরাণ ভ'রে।
জলদের পাশে, বিজলী হাসে,
উজলি' চারি ধারে।
আয়রে সকলে, চরণ কমলে,
মজিগে ভকতি ভরে,

বিপদ ঘুচিবে, শমন পালা'বে,
হরি-হরি-হরি স্বরে ॥

---

লক্ষ্মী। কহ নাথ,
কেন এ গোলোক আসন,
কাঁপে ঘন ঘন,
মূর্ত্তিমতী অস্থিরতা যেন
বিরাজে চৌদিকে।

বিষ্ণু। হে কমলে,
ধরামাঝে মম অংশ অবতংশ
অর্জ্জুনের সনে,
যুঝিছেন রণে চন্দ্রচূড়।
তাই ভূমণ্ডল কাঁপে পদভরে।
পরাজিতে কৌরবেরে
শঙ্করের তপঃ করিলা কীরিটী,
অস্ত্রলাভ আশে।
তাই পরীক্ষিতে অর্জ্জুনের বল
কিরাত রূপেতে শিব বাঁধাইলা রণ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। হে নারায়ণ,
সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতল।
কাঁপে মরুদ্ব্যোম-শিব-পার্থ-পদভরে।

কহ বিভো, কি হ'বে উপায় ?
রণরঙ্গে মাতি'
হয়েছে উন্মত্ত ভোলানাথ।
কিন্তু হায় ! বিষ্ণুসখা ব'লে,
বিষ্ণুতেজে পরিপূর্ণ পার্থ-মহারথ,
শিবতেজঃ তা'রে কি করিতে পারে ?
তাই এবে বিষম শঙ্কট !
হে গোবিন্দ !
কর এবে যে হয় বিধান।

বিষ্ণু। ব্রহ্মা !
শান্ত কর চিত।
যেনা যুক্তি উপযুক্ত কহিব তোমারে।
অর্জ্জুনের দেহ হ'তে
হরি' ল'ব বিষ্ণুতেজঃ আমি।
তা' হলেই ধনঞ্জয়, তুষি' আশুতোষে
হইবেক সিদ্ধকাম—ঘুচিবে ধরার ভয়।
যাও চতুর্ম্মুখ,
কহ গিয়ে ঈশানীরে
থাকিতে মহেশ পাশে।

ব্রহ্মা। জয় হরি দয়াময় !

( ব্রহ্মার প্রস্থান )

লক্ষ্মী। তা' ব্যবস্থাটা মন্দ হ'লনা। অপার দয়ার সিন্ধু কিনা ? তাই তরঙ্গ আর থামেনা ! ক্ষণেক পরে-পরেই উথ্‌লিয়ে পড়ে !

বিষ্ণু। কেন, কি হলো ?

লক্ষ্মী। হ'বে আবার কি ? চিরকাল যা' হ'য়ে আস্‌ছে তাই হল। যাহ'ক একটা মানবকে দমন কত্তে, মোক্ষ-দাতা আর সৃষ্টিকর্ত্তা জুটে যে পরামর্শটা এ'টে উঠে হাফ্ ছাড়তে পারেছো তাই রক্ষে !

বিষ্ণু। তবু যা,'হক আমার একটা স্থিরতা আছে। আর কমলা যে নিয়তই চঞ্চলা !

লক্ষ্মী। বটে ! তা কমলাতো আর ছটাকখানেক্ মাখনের লোভে কেউকে বাপ ডাকে নেই ? আর একটু চন্দন পে'য়ে কারুর গুজো কুজও সোজা করে নেই !

বিষ্ণু। তা'ও ভক্তের মুক্তির জন্যেই বটে।

লক্ষ্মী। তা' মুক্তিদাতার মুক্তি ত ঐরূপ ক'রেই বটে ! একবার সাধ্বী তুলসীকেও মুক্তিদান ক'রে জগতে বেশ নাম জাকিয়েছিলে ! মোক্ষদাতা না হ'লে অমন জলজীয়ন্ত মোক্ষদান কি কেউ কত্তে পারে ? ভক্ত শঙ্খচূড়ের প্রতি বেশী টান ছিল কিনা, তাই সেই টানে তা'র পত্নী তুলসীর গায়ে টলে পড়েছিলে ! আর ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান কিনা, তাই স্বীয় মূর্ত্তিতে মোক্ষদান কত্তে যে'তে সাহস হয় নেই বলেই, তা'র স্বামীরূপ ধ'রে মুক্তিদান করেছিলে' !

বিষ্ণু। তা' চির কালই তোমার জয়। আমি চুপ করলুম !

লক্ষ্মী। তা' এখন করবে বই কি ? লাগ্‌তে আস কেন ? ভক্তকে ত্রাণ কর, মোক্ষদান কর—বেশ ! তবে তা' নিয়ে লক্ষ্মীর কাছে জাঁক কত্তে এসনা।

বিষ্ণু। তা' তুমি যদি বিবেচনা না ক'রে কেবল আমার

ছিদ্রান্বেষণই কর তবে আর আমি কি কর্‌বো ?

লক্ষ্মী। যা'র গায়ে সহস্র ছিদ্র তা'র আবার ছিদ্রান্বেষণ কি? তুমি সৃষ্টিছাড়া কিনা তাই তোমার সবটাই বেশী থাকা চাই, নইলে ভগবানচন্দ্র কেন ?

বিষ্ণু। লক্ষ্মী ! তবে কি তোমার ইচ্ছা যে অদ্য বিষ্ণুতেজে আর শিবতেজে সংঘর্ষণ হ'য়ে সৃষ্টিটা ডুবে যাক্ !

লক্ষ্মী। তা যা'র সঙ্গে যিনি লাগতে যাবেন তিনি আগেই ভেবে চিন্তে যে'তে পারেন, শেষে টানাটানি কেন ? ভগবানের বেলা সবই সাজে ! মহাদেব আগে না ভে'বে লেগেছেন তাই এখন সৃষ্টিকর্ত্তার মাথা ব্যথা।

বিষ্ণু। এই জন্যই তো তুমি সংসারে মহামায়া রূপিনী। তাই তুমিও সময় সময় আত্মহারা হয়ে থাক। শোন প্রিয়ে ! অর্জ্জুনের বিষ্ণুতেজঃ হরণ দ্বারা কোন অনিষ্ট না হ'য়ে বরং তাহার বিশেষ ইষ্ট এবং তদ্দ্বারা জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হ'বে ! অর্জ্জুন ত্রিপুরারির নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ ক'রে ভুবন-বিজয় হ'বে এবং তাহাদ্বারাই জগতের উপকার সংসাধিত হ'বে। এখন চল, যাহাতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার বিধান কত্তে হ'বে।

( প্রস্থান )

---

দেববালকাগণের গীত।

হরি হরি তানে, হরিগুণ গানে,
মজরে, ভাসরে সবে দিবসরজনী।

গাওরে, গাহরে হরিনামে গান,
ধ্যান কর সদা শ্রীহরিচরণ,
পলাইবে দূরে রবির নন্দন,
কলুষ নাশিয়ে সুখে জুড়া'বে পরাণি ॥
কর পান সুখে হরিনাম সুধা,
যাবে চলি'দূরে এই ভব-ক্ষুধা,
শীতল হইবে তাপিত জীবন,
নাচরে, ভজরে সদা হরি পা দু'খানি—
সা-ঋা-গা-মা,-পা-ধা-নি-সা সুরে,
সা-নি-ধা-পা,-মা-গা-ঋা-সা ধারে,
রাধা-রাধা-নি-ধা-পা-মা, হরি-হরি-পা-পা-ধা-মা
সা-ঋা-গা-মা রাধা কৃষ্ণ, কর প্রেমধ্বনি।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(হিমালয় প্রদেশ—অরণ্য)

(যুদ্ধ করিতে করিতে কিরাতবেশী মহাদেব
ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কিরাত। ওরে মূঢ়!
ঝাঁপিলে পতঙ্গ জ্বলন্ত পাবকে,
আর কি সে পারে ফিরিবারে?

জীবনের আশা এবে কর পরিত্যাগ,
স্মর ইষ্টদেবে।
মৃত্যু তোর বসিল শিয়রে।

অর্জ্জুন। আরে-রে কপটী,
আরে-রে অবোধ কিরাত!
বাক্য আড়ম্বরে বীরের হৃদয়
হয় কি কখনো ভীত?
হও অগ্রসর,

(উভয়ের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের অস্ত্রক্ষয়)

অর্জ্জুন। (স্বগত) হায়!
ফুরাইছে অস্ত্ররাজি ধীরে ধীরে,
শূন্য হ'ল তূণ!
দেব কি দানব ইনি বুঝিবারে নারি।
ক্রমে ক্রমে যেন
অবসন্ন হইতেছে দেহ;
না পারি যুঝিতে আর!
ঘুচেছে বিজয়-আশা,
পরাণের আশা বুঝি ঘোচে এইবার!
এ ভীষণ বিজন বিপিন!
ভানুর কিরণো হেথা নাহি পশে ভয়ে।
এ হেন কাননে
কে-ই-বা হইবে সহায়?

কিরাত। এ কি!

এই কি হে বীরত্ব তোমার ?
বীরপণা হইল কি শেষ ?

অর্জ্জুন। হে কিরাত !
ধন্য তব সমর-কৌশল !
এবে অবসন্ন হইয়াছে দেহ
যুঝি' তব সনে।
পালহ বীরের ধর্ম্ম,
ক্ষণকাল লভিতে বিশ্রাম
কর অনুমতি,
পশ্চাতে করিব রণ।

কিরাত। ( সহাস্যে )
তোমারো যে দশা বীর
আমার ও তাই।
ভাল লভহ বিশ্রাম ক্ষণতরে
পশ্চাতে হইবে রণ।

( কিরাতের প্রস্থান )

অর্জ্জুন। হায়, কত আর যুঝিব একাকী,
কতবার পরাজিনু কিরাতেরে,
কিন্তু পুনঃ গর্জ্জি' আসি' করে আক্রমণ।
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি-শিখা মাঝে
ঢালিলে সলিল,
ক্ষণ থামি' তেজঃ তা'র বাড়ে পুনরায়
তথা কিরাতের তেজঃ বাড়ে বারবার।

এবে কি হ'বে উপায়,
কিছুই বুঝিতে নারি!
অন্তরীক্ষে থাকি যেন কোন জন,
দেহ হ'তে লইছে কাড়িয়া বলবীর্য্য সব।
হায়! হায়! ভাঙ্গিল সকল আশা।
জীবন হার'ব ব'লে দুঃখ নাই মনে,
কিন্তু, পাণ্ডুপুত্রগণ
ভাসিল যে দুর্গতির অকূল পাথারে,
এই দুঃখে জ্বলে মন প্রাণ।
হায় ধর্ম্মরাজ,
বড় আশা ক'রে—বড় সাধ ক'রে
পাঠাইয়েছিলে মোরে
পাণ্ডবের দুঃখরাশি করিবারে দূর।
অহো! পূরিল সকল সাধ!
ভাঙ্গিল কপাল!
হে শঙ্কর! হে ত্রিপুরারি!
কত কষ্ট পে'য়ে—কত জ্বালা পে'য়ে
ডাকিনু তোমায়,
কিন্তু হায়, পাষাণ তোমার প্রাণ
হইলনা দয়া প্রভো!
চাহিলেনা মুখ তুলি' কিঙ্করের পানে।
শুকাইল অশ্রুবিন্দু নয়নে কেবল,
তিতিলনা হৃদয় তোমার—
দ্রবীভূত হইলনা প্রাণ!

৫—

হে ঈশান, হে মৃত্যুঞ্জয়,
আমি মরি—খেদ নাই তায় ;
কিন্তু "শঙ্করে ডাকিয়া মরিল অর্জ্জুন"
গাইবে যে ধরাবাসী ইহা চিরকাল,
এই দুঃখ র'ল মনে।
যায় যাক্ প্রাণ—যাক্ ধনজন,
যাক্ রাজ্য—যাক্ ভ্রাতৃগণ,
তথাপি থাকিব সদা পাদপদ্মমূলে।
ধর মহেশ্বর—
ভকতি-চন্দন মাখা অন্তিম অঞ্জলি
লহ কৃপা ক'রে অন্তিম প্রণতি :—

জয় বিশ্বেশ্বর ভৈরব মৃড় চন্দ্রচূড়,
জয় আশুতোষ ত্র্যম্বক বৃষভ-আরূঢ়।
জয় মহেশ উমেশ ঈশান শঙ্কর,
জয় বিভূতি ছাদন মদন মান-হর !
জয় ভোলানাথ ভবেশ বম্‌বম্ হর,
করুণায় কিঙ্করে প্রসীদ পরমেশ্বর !

( ধীরে ধীরে কিরাতের প্রবেশ ;
অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মাল্য প্রদান ও
কিরাতরূপি-শিব কর্ত্তৃক
নিজ গলায় মাল্য
পরিধান )

( কিরাত প্রতি চাহিয়া সচকিতে )

অ্যাঃ! একি হল! একি হল!

অহো! চিনেছি—চিনেছি প্রভো!

আর কোথা যাবে, আর ফাকী দিতে

নারিবে দাসেরে। পড়িয়াছ ধরা!

( করযোড়ে ) হে মহেশ, হে ভবেশ, হে আশুতোষ, হে অনাথনাথ! এতদিনে কি দাসকে মনে পড়েছে? এতদিনে কি হৃদয় গলেছে? হে পাষাণ! এতদিনে কি পাষাণ দ্রবীভূত হ'য়েছে? পিতাহে! প্রাণ যে কণ্ঠাগত হ'য়েছে! আর যে তোমায় ডাকতেও পারিনে! হে পতিতপাবন! হে অধমতারণ! হে দুর্গতিনাশন! সন্তান কে আর কতই না ভুলাবে! এখনও কি দয়া হ'বেনা প্রভো! না জানিয়ে দেববাঞ্ছিত দেহে শরাঘাত করেছি ব'লে কি প্রভো, কিঙ্করে সদয় হ'বেনা? বল নাথ বল, যদি তাহাই হয় তবে আমি এখনই এই অস্ত্রাঘাতে ঐ অভয় পদতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছি।

কিরাত। ( বাধা দিয়া )

ক্ষান্ত হও বাছা ধন,

হে'রে তব অপূর্ব্ব বীরত্ব,

হইয়াছে তুষ্ট আশুতোষ।

তাই এবে সদয় তোমারে।

ধন্য ধনঞ্জয়! ধন্য তুমি এই ধরাতলে,

হতবীর্য্য যা'র রণে আজি

আপনি শঙ্কর।

অঙ্কুর হউক তব তৃণ—
ফুরাইনু যাহা মায়া বলে।
হে অর্জ্জুন,
নহ তুমি সামান্য মানব,
বিষ্ণুর সহায় তুমি চিরকাল।
এবে যাচহ বাঞ্ছিত বর,
কর সম্পাদন ধরার মঙ্গল।

অর্জ্জুন। প্রভো! ধন্য আমি আজ!
জনম সফল হ'ল!
দীননাথ! তব দরশন
লভয়ে যেজন ভবে,
অপূর্ণ কি থাকে কোন সাধ তা'র?
বিবসনে অনশনে থাকি'
কত কত মহাজন,
কাটাইছে কাল বিজন কাননে,
হেরিতে তোমার
দেবের দুর্লভ ঐ অভয় চরণ,
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র কত ভূধর-কন্দরে
করিতেছে ধ্যান ঐ চরণ-সরোজ,
সেই বিঘ্নহারি-হর আজ
সম্মুখে আমার;
আর কি বাসনা প্রভো, থাকিবে হৃদয়ে?
তবে যবে সদয় হইয়ে
চাহিয়াছ তুষিবারে দাসে বর দানে,

তোমার আদেশ নাথ, করিব পালন।
দেহ দুই বর দাসে —
এক বরে—দেখাও কিঙ্করে
আপন মূরতি তব;
দাঁড়াও সম্মুখে, ল'য়ে বামে
দুর্গতিহারিনী অভয়ারে।
অন্যবরে—দেহ দাসে
ত্রিলোকসংহারকারী অস্ত্র পাশুপত।

কিরাত। হে কীরিটী!
বাঞ্ছা তব করিব পূরণ,
হৃদে স্মরি' ইষ্টদেবে
চাহ একবার—

( কিরাতের অন্তর্দ্ধান )

পট পরিবর্ত্তন।

হর পার্ব্বতী।

অর্জ্জুন। মরি! মরি! মরি!
নয়নরে! হের হের একবার!
ধন্য! ধন্য আমি আজ!

---

গীত।

হেররে আঁখি ভরিয়ে আজি শঙ্কর শঙ্করী দোঁহারে।
মানব জনম সফল হ'বে ভয়ে শমন যা'বে দূরে-রে॥

গাওরে আনন্দে ব'লে ববম্
নাচরে আনন্দে নাচ অবিরাম,
দুর্গতি ঘুচিবে, কলুষ পালা'বে
মাতিবে ভকতি-মদেরে—
হর হর ভোলা, দুর্গে দুঃখহরা
ডাক অবিরত, ঘুচে যা'বে জ্বালা
ভকতি-চন্দনে প্রণতি-কুসুম
মাখিয়ে, দেও হে চরণ, পরে ॥

হর। হে পার্থ! এই মহীমণ্ডলে তুমিই এই ত্রিলোক সংহারকারী পাশুপতঅস্ত্র ধারণে সক্ষম। আমি আজ সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে সেই অস্ত্র প্রদান করলেম ; তুমি ভুবনবিজয়ী হও। (অস্ত্র প্রদান) যাও, আমার আশীর্ব্বাদে এখন দেবতারাও প্রসন্ন হ'য়ে তোমায় দেবঅস্ত্র দিবেন।

অর্জ্জুন। জয় শিব শঙ্কর!
প্রণমি চরণ-পদ্মে।

(অস্ত্রগ্রহণ ও প্রস্থান)

(বেগে নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। (দুর্গার প্রতি)

দেখ্‌লে মা এখন "মজার খেলা",
কেমন খেলা খেল্লে ভোলা?

যেই খেলেন দু'ট ঘা
অম্‌নি বরটি দিলেন, মা!
বাবার স্বভাব এম্‌নি বটে
নন্দী মরে মাথা কু'টে।

হর। তোর্ আবার হিংসা হ'ল নাকি? তা' যা'ক,
তোকেও একটা বর দেব।

নন্দী। নন্দী কেন চাবে বর,
সংসারে তা'র কা'রে ডর?
শিবের দ্বারে রক্ষে দ্বার,
আর কারুর না ধারে ধার।
গে'য়ে সদা ববম্ ভোলা
যমকেও নন্দী দেখায় কলা।
থাক্‌লে নন্দীর সিদ্ধির থলে,
তবেই দিন তা'র যাবে চ'লে।

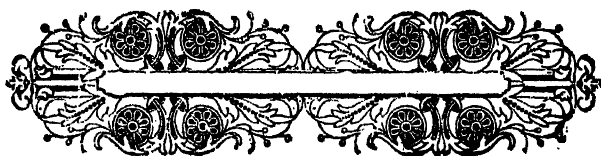
হর। তা' তোর যেমনি কপাল তেমনি হ'বে।

নন্দী। আর বাবার আমার কপাল সেরা,
নাম করেছেন কপাল-পোড়া!
(আমার) মা'র ভাগ্যেতে অন্ন খান
কুকথাতে দিন কাটান।
ভোলানাথের কেবল ভুল,
ভাঙ্ ধুতুরায় বাঁধায় গোল।
বাজিয়ে বগল তা-ধিন্-ধিন্
নন্দীরাম গায় নিশি দিন।
(হর হর নিশিদিন)।

হর। (স্বগত) আহা! নন্দী আমার সর্ব্বদাই আনন্দে বিহ্বল! প্রীতির ফোয়ারা!
ভক্তির বল এমনই প্রবল। (প্রকাশ্যে) চল পাগল, এখন কৈলাসে চল।

(প্রস্থান)

---



# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( বিদূষকের বাটী )



বিদূষক।

বিদূ। মহাজনেরা বলেন "হস্তী হস্ত সহস্রেণ"। আমি বলি "রাজা হস্ত অসংখ্যেন"। হাতীর যদি হাজার হাত দূরে থাকা ভাল, তবে রাজারাজরারও অসংখ্য হাত দূরে থাকা ভাল! বাবা, রাজারাজরার ঘেসাঘেসিতে জীবন কাটান কি বিষম সমস্যা! যেন পদ্ম পত্রের জল, সদাই টলমল্! বড় মানুসের বাড়ীর দাসী বাঁদী হ'তে উপরে মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই রাজার এক একটি সাক্ষাৎ ছোটখাট বিগ্রহ! এই দৈনিক কার্য্যের তালিকাটা দেখনা—রাজা হাস্‌লেন ত হাস্‌তে হ'বে, গাইলে গানের সুরে যদি পেট ফেঁপেও ওঠে তবু বাহাবা দিতে হ'বে! রাজার ছেলেটি যদি নেহাত গোবরগণেশও হয়, তবু তা'কে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ব'লে ব্যাখ্যা কত্তে হ'বে! এরূপ আর কত বলব? তারপর রাজার যদি সখ

হ'ল বানরের সাজ পরাতে, তা'ও পরতে হ'বে—ইত্যাদিহ চেয়। এই তো গেল কর্ত্তার হিসেব। এর পর মামা বাবু, শ্যালা বাবু, বোনাই বাবু, জামাই বাবু প্রভৃতি আছেন, শুরুজি আছেন! সবার উপরে আছেন গোলাপমণি, নন্দরাণী, কমলমুখী, বিশালাক্ষী প্রভৃতি শক্তিরূপিণী-গণ। এদের কারুর বকুনি, কারুর ঝাকুনি, কারুর কাণ-মলা, কারুর গলাধাক্কা, আবার কারুর আব্‌দার, কারুর ক্ষুরধারের চোটে একবারে পেটের ভাত চা'ল, গায়ের রক্ত জল, ক্রমে হজম শক্তির হ্রাস, কাজেই শয্যা'পরে বাস, তারপর ঘন ঘন কাশ, আর গিন্নীর ঘন শ্বাস, ক্রমে লুপ্ত নেত্র পল, কাজেই আশ্র কাষ্ঠতল! পরের চাকরির এমনি মজা! তা বাবা মেথরই হও আর রাজমন্ত্রীই হও। কয়েকটা দিন আছি মন্দনয়! হঁপ ছে'ড়ে বাঁচ্‌ছি, দু'বেলা চাট্টী খাচ্চি, আর সন্ধ্যা থে'কে ভোর পর্য্যন্ত তিন-শ বিদেশী সিকে ওজনে ঘুম দিচ্ছি। তবে মাগীর জ্বালায় তিষ্ঠা ভার—সদাই তা'র মুখ ভার! অর্থ না হ'লে ত দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয়না! জীবন ভ'রে যত কিছু উপার্জ্জন, সবই ত ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ, এতে ও মাগীর মন ওঠেনা! ঐ বুঝি আস্‌ছেন আমার উগ্রচণ্ডা, এবার খে'তে হ'বে মেঠাই কি মণ্ডা! (ব্রাহ্মণীর দিকে চাহিয়া) আয়াহি বরদে দেবি—আসর খালি প'ড়ে আছে!

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। বা-রে আমার রসচিন্তামণি, সরস রসিকতার রসাল

খনি, মুখে বুঝি পড়েনি' আগুন তাই ফে'টে ফে'টে বেরুচ্ছে গুণ!

বিদূ। আহা! "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শোনে পুণ্যবান!"

ব্রাহ্মণী। বাঃ! গায়ে বুঝি খুব তেল বেড়েছে! কয়েকদিন বাঁধা খাওয়া হচ্ছে কিনা, তাই বাড়ী ব'সে ব'সে কেবল কথার জাহাজ খোলা হচ্চে!

বিদূ। তা তোমা হেন খনি গাছই সাম্‌নে বিদ্যমান! তা'র জন্য অত চিন্তে কেন?

ব্রাহ্মণী। মিন্সের দেখ্‌ছি খুব মুখ ছুটেছে! যেন বিদ্যাদিগ্‌গজের টোলের পড়ুয়া!

বিদূ। তা' নইলে কি হ'তেম তোর্ ভেড়ুয়া?

ব্রাহ্মণী। বা-রে বা! এ যে দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ জারকচ্‌কচি! কড়া তেলের ভাঁজা লুচি!

বিদূ। বা-রে আমার রসের নাগরী, চেপ্টানাকী স্থূলোদরী! খেংরা শোভিত বিশালহস্তে, ভয়াল গৃহিণীং নমস্তুতে! (সুরযোগে) বাজে কথা রেখে এবে হইয়ে তৎপর, গিন্নীর বন্দনা কিছু করিব গোচর—

ব্রাহ্মণী। তবেরে পোড়ারমুখো, বিষ্ঠাখেকো মর্কট অবতার! বেড়েছে বড্ড বার! কিছু বলছিনে ব'লে নে'ড়ে উঠেছেন! (ঠোনা মারিতে ২) দুবেলা বাড়ী ব'সে দু'থাল ভাতের কাঁড়ি ধ্বংস করা, আর আমার নামে গাওয়া ছড়া—

বিদূ। (সুরে) ঠোনা মে'রে যেবা নারী পতি পানে চায়

লক্ষ্মী বলে সেই নারী গয়না পর্‌তে পায়!
সুবুদ্ধি গিন্নীর আমার কুবুদ্ধি ঘটিল,
খেংরা ছে'ড়ে কেন ঠোনা মারিতে শিখিল!

ব্রাহ্মণী। তবে-রে বেহায়া আমার সঙ্গে ফক্কিকারী, এইবার তোর্ টিকী ছিঁড়ি।

বিদূ। গিন্নি গো! এইবার দণ্ডবৎ, দিচ্ছি পুনঃ নাকে খৎ। "অপরাধ করিয়াছি—হুজুরে হাজির আছি"।

ব্রাহ্মণী। চুপ কর খেংরাখেকো। বাড়ী এসে যেন সিংহ অবতার হয়েছেন! কেউ গুণ করেছে নাকি?

বিদূ। গুণ করে নেই লো পাগ্‌লী! ঘুণ ধ'রেছে!

ব্রাহ্মণী। ভালো ল্যাঠা জুট্‌লো! কলসীতে যে আর চা'ল নেই, রাজবাড়ী যাবেনা? এখন উদরে দেবে কি?

বিদূ। কেন চা'ল না থাকে দড়ীতো আছে। রাজবাড়ী যাব কি ক'রে? শরীর যে নেহাত রুগ্ন।

ব্রাহ্মণী। ও মা, সে কি গো! দু'বেলা আড়াই সের ক'রে চা'ল মজাচ্ছ, তোমার আবার কি রোগ হলো?

বিদূ। বড্ড ভারী রোগ! গৃহিণী রোগ!

ব্রাহ্মণী। সে-কি-গা! গৃহিণী রোগ আবার কেমন? গ্রহণী রোগ শুনেছি। এটা আবার কেমন রোগ?

বিদূ। এই হালের আমদানী! গৃহিণী রোগেই ত দেশ খেলো! নব যুবারাই এ রোগে বেশী কষ্ট পায়, আর পা'ন শেষ কালের বিবাহিত বুড়ারা।

ব্রাহ্মণী। তা' তোমার এমন রোগ হ'য়ে পড়্‌লো, এখন পেট্ চল্‌বে কেমন ক'রে?

বিদূ। কেন পেটপোড়া খেয়ে—

ব্রাহ্মণী। বাঃ তোমার যে আজ "বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা"।

বিদূ। আর তোমারও ত দেখ্‌ছি গর্ভত্বং স্বামিনা বিনা!

ব্রাহ্মণী। দেখ্, বিট্‌লে বামুন, আজ্ তোর কপালে আছে খুব সাজা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! তবেরে হতচ্ছারা ( কাণ ধরা ও ঠোনা মারা ) আমি আর কিছু বুঝিনে—

বিদূ। আঃ, এয়াড়কি কর কেন? আঃ ছাড়! এয়াড়কির কি আর সময় অসময় নেই!

ব্রাহ্মণী। তবে বল রাজবাড়ীতে যা'বে কখন? ঘরে যে কিছুই নেই, বামুণ যেন অন্ধ!

বিদূ। এই আজই যাব, আজই যাব। এখন ছাড়, তোমার মাথা থাই, একবার ছাড়, "যা দেবী মমগৃহেষু গৃহিণী রূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ!

ব্রাহ্মণী। আবার বেহায়া আবার ( শক্ত ক'রে কাণ ধরা )!

বিদূ। ও মা গো, আমি গেছি গো! লক্ষ্মী, সোণা, আর কিছু বলবনা। এখন ছাড়। তুমি রসুই ঘরে গিয়ে শিগ্‌গির রান্না বসাও। আমি খেয়েই রাজবাড়ী যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। আচ্ছা, এই চল্লুম।

( প্রস্থান )।

বিদূ। আর, আমিও বাঁচলুম। মাগীর গায়ে কি জোর, এইবারই তো দ্বিতীয় জরাসন্ধবধ হয়েছিল আর কি! মাগীর শরীরটা যেন তুরমুজ্ করা; যাই এখন রসুই ঘরের দিকে।

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### ইন্দ্রপুর।

(নন্দন কানন)

---

উর্ব্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, অপ্সরাগণ।

গীত।

ওলো নীরবে খেল্‌ব দোঁহে কেলি কাননে।
অফুরন্ত কথা কত ক'ব দুজনে।
হাসিব চাঁদের হাসি, গণিব তারারাশি,
ধ্বনিবে লো দশ দিশি সুমধুর তানে-রে
মধুরে ভাসিব মিশি, বঁধুর সনে।

---

উ। দেখ্‌লো সখি, বিধুমুখি, শোভা কাননের,
মে। মলয় বায়ে, চল্‌ছে নিয়ে, গন্ধ কুসুমের।
তি। পরাণ কাঁপে, হৃদয় চাপে, অবশ হ'ল কায়,
ঘৃ। (তোর) নূতন কলি, ছুঁইলে অলি ঘট্‌বে বিষম দায়।
উ। হাস্‌ছে যেন বাগানখানি, কি এক রসে র'সে,
মে। ছুট্‌ছে চাঁদের আলোরাশি, চারি দিকে হে'সে।
তি। হে'রে শোভা, মনোলোভা, উদাস হ'ল প্রাণ,
ঘৃ। জুট্‌বে নাগর, রূপের সাগর, নবীন যৌবন।
উ। দেখ্‌না ভাই, রাজার সনে, কে ঐ মনচোর,
মে। বারির আশে, চাতক আসে, জুট্‌ল বুঝি বর।

তি। যে হ'ক সে হ'ক তা'তে তোর কেন লো ডর্?

উ। ওগো ছুইলে ঘট্‌বে বিষম দায়—সর্ সর্ সর্ সর্।

---

গীত।

ওলো সর্ সর্ সর্ তোর আধফোটা ফুল,
বুঝি দেয়লো অলি হুল্।
শেষে কি কেঁদে, পড়্‌বি ফাঁদে,
হারাইবি কুল্।
নারীর যৌবন বালির বাঁধ
ভাঙ্গে বঁধু পে'তে ফাঁদ্
ছুইলে প্রাণে, লইবে টেনে,
বাঁধাইবে গোল্।

---

উ। চুপ্ চুপ্ চুপ্ এলো রাজা, চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্,

তি। মুখে তো চুপ্, বুকে কিন্তু করছে ছুপ্ ছুপ্।

( ইন্দ্র, অর্জ্জুন ও চিত্রসেনের প্রবেশ )

চিত্র। শোন উর্ব্বশি, শোন তিলোত্তমা, তোমরা আজ মধুর মিলন সঙ্গীত ও নৃত্যাদি দ্বারা দেবরাজের মনস্তুষ্টি সাধিত কর।

উর্ব্বশী। যে আজ্ঞে।

---

গীত।

জুড়াইছে দু'টিপ্রাণ প্রেম-মিলনে।
হৃদয় বিভোরে, অধরে অধরে।
হৃদয় হৃদয় ফুটি' ছোটে সোহাগধারা।
পরাণে পরাণ লোটে হ'য়ে প্রাণহারা।
মধুর মধুরে শিহরে দোহারে;
ক্ষরিছে সুধার ধারা মজায়ে মনে॥

চিত্রসেন। বা! বেশ! আর একটি গাও।

গীত।

(ওলো) সরমে মরম কথা কইতে পারিনি।
পরাণভরা সোহাগরাশি জানাতে পারিনি॥
চোখের পিয়াস রইলো চোখে,
বুকের জ্বালা রইলো বুকে,
অধরে আদরে সুধা ঢাল্‌তে পারিনি—
পীরিতির এত জ্বালা আগে জানিনি॥

ইন্দ্র। চমৎকার! কি মধুর সঙ্গীত! যেন সুধার প্রস্রবণ! হে চারুনেত্রা অপ্সরাগণ! তোমরা এখন ক্ষণকাল বিশ্রাম সুখ ভোগ করগে।

(অপ্সরাদের প্রস্থান)

বৎস ধনঞ্জয়,
লভিয়াছ দিব্য অস্ত্ররাজি,

শিখায়েছি গূঢ়তম যুদ্ধের কৌশল,
এবে চিত্রসেন সনে
নৃত্য গীত আদি শিক্ষা কর কিছুদিন।
সর্ব্ববিদ্যা সুপণ্ডিত হও বাছা তুমি,—
বাসনা ইহাই মোর।

অর্জ্জুন। পূজ্যপাদ পিতৃদেব,
আজ্ঞা তব করিব পালন।
এবে রজনী গভীর
করহ আদেশ দাসে লভিতে বিশ্রাম।

ইন্দ্র। যাও বৎস, লভগে বিরাম।

( অর্জ্জুনের প্রস্থান )

শোন চিত্রসেন,
অপ্সরার নৃত্যকালে
হেরিলাম সুখের ব্যাপার।
উর্ব্বশীরে হেরি'
আকৃষ্ট হইলা ধনঞ্জয়;
নেত্রে নেত্রে হয়েছে মিলন!
উর্ব্বশীও মজিয়াছে ঘোর।
এবে যাও তুমি উর্ব্বশীর পাশে,
কহগে তাহারে
ভজিতে অর্জ্জুনে এই নিশীথ সময়ে।
বিচিত্র ভূষণে চারু হ'য়ে বিভূষিতা,
বল গে তাহারে
যাইতে পার্থের পাশে।

এ মিলন বিশেষ মঙ্গলকর
হইবে ধরায়!
যাও তবে চিত্রসেন,
আমিও চলিনু এবে বিশ্রাম আগারে।
(চিত্রসেনের প্রস্থান)

(স্বগত) অর্জ্জুন,
ঘোর পরীক্ষা তব এই বার।

(অপরদিক দিয়া উর্ব্বশী ও তিলোত্তমার প্রবেশ)

উর্ব্বশীর গীত।

ও কে গোপনে করে চুরি মন।
আমিত আমাতে সখি, নইলো এখন—
ল'য়েছে কাড়িয়া জীবন-যৌবন।
পলকে নিরখি' ভাসি আঁখি-নীরে,
পরাণ উদাসী হৃদয় শিহরে,
রমণীমোহন রূপ মনোহর,
হেরিয়ে হারানু ধরম ভরম—
বল সখি, কিসে ধরি জীবন॥

সই,
চলেনা চরণ আর।
অবশ হয়েছে প্রাণ,
কহ সখি! কে ঐ রমণীমোহন
চুরি করে নারীর পরাণ!

তিলো। ছি—ছি, সই
ত্যজিলে কি নারীর ভূষণ—লজ্জা ?
শান্ত কর মন,
কেন হ'ও উচাটিত কুভাবনা ভাবি' ?

উর্ব্বশী। ত্যজিয়াছি লজ্জা, সই
ধরম ভরম ;
হয় হউক নরকে নিবাস,
ঘৃণিতা পিশাচী বলি'
ঘোষুক জগত, ক্ষতি নাই তায়।
টানিলে চুম্বকে লৌহ
মানে কি সে বাধা ?
তরঙ্গিনী ধায় যবে বারিধির পানে
মানে কি সে বাধা কভু ?
আপনার বেগে
ধায় যবে খ-ধূপ অম্বরে
পারে কি রোধিতে কেহ গতি তা'র ?
তবে কেন বৃথা সই, কহিছ এরূপ ?
যাহে পারি ধরিবারে প্রাণ
করহ বিধান তা'র,
ছুটিবারে চাহে প্রাণ
বাধা নাহি মানে !
পাগল করেছে মোরে
নয়নের বাণে।

তিলো। ধৈর্য্য ধর সই

বাঁধ প্রাণ—ঘুচিবে এ চিত্তের বিকার।

উর্ব্বশী। কা'র প্রাণ বাঁধিব লো সই ?
প্রাণ যদি হ'ত মোর বাঁধিতাম তা'রে।
কিন্তু প্রাণত আমার
নিয়ে গেছে চুরি ক'রে প্রাণচোর।
এবে চায় প্রাণ
যাইতে সেথায় উধাও হ'য়ে।
আমাতে কি আমি আছি আর ?
কায়া মাত্র আছে হেথা
প্রাণ গেছে প্রাণধন পাশে।

তিলো। শান্ত হও সই,
ঐ বুঝি আসে চিত্রসেন।

(চিত্রসেনের প্রবেশ)

চিত্র। হে উর্ব্বশি,
আইনু তোমার স্থানে দেবেশ আদেশে ;
এবে সাধিতে হইবে প্রয়োজন তাঁর।

উর্ব্বশী। কহ দেব
আদেশ তাঁহার,
অবশ্য তাঁহার আজ্ঞা করিব পালন।
উর্ব্বশী যে চিরদাসী তাঁর।

চিত্র। শোন বরাননে,
আজি নৃত্য কালে,
হেরেছিলে যেই মহাবলে
দেবেন্দ্রের পাশে,

পুত্র তিনি সুরেন্দ্রের,
নাম তাঁর ধনঞ্জয়—তৃতীয় পাণ্ডব ;
নরনারায়ণরূপে জনমিলা মহীতলে।
লভি' দিব্যঅস্ত্র দেবগণ পাশে'
এবে তিনি রাজিছেন ইন্দ্রসনে।
আজি এ নিশায় তুমি ভজিবে তাঁহায়—
ইহাই দেবেশ-বাঞ্ছা।
বিচিত্র ভূষণে হইয়া ভূষিতা
মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ ;
মিলনে তোমার হ'বে ধরার মঙ্গল।
যাও চন্দ্রাননে— যাই আমি নিজস্থানে।
(প্রস্থান)

উর্ব্বশী।　(স্বগত) একি স্বপ্ন!
অথবা কি দৈববাণী ?
এতই কি ভাগ্যবতী আমি ?
পূর্ণ কি হইবে আশা ?
দগ্ধ প্রাণে ঢালিলরে আজ
সুশীতল বারি!
অথবা কি আশা মায়াবিনী
পাতিল এ মায়া ফাঁদ ?
আকুলি ব্যাকুলি করিছে প্রাণ.
কিছুই বুঝিতে নারি।

তিলে।　বলি, আর কেন চুপ্ ক'রে রইলে ? পুরস্কার পাব কি ? ঢেলা ফেলার কড়ি এথনই দিয়ে যা'বে কি ? নূতন

নাগর পে'য়ে শেষে কি কিছু মনে থাক্‌বে ?

উর্ব্বশী। কেন সই, মনাগুন

জ্বালাও দ্বিগুণ ?

তিলো। এখন মনাগুন নয়, এখন যে প্রেমের আগুন দ্বিগুণ জ্বলবে, আর তা'তে মদন রাজা হোম কর্‌বে। চল, এখন সাজিয়ে গুজিয়ে দেইগে।

উর্ব্বশীর গীত।

চলিতে চরণ চাহেনা সই অবশ পরাণ।

বুকে দুর্ দুর্ প্রাণে দুড়্ দুড়্,

ব্যাকুলিত হ'ল মন।

সাধ করে সই চলি ছুটে, লাজে মরি মাথা কুটে,

প্রাণের মাঝেতে সখি, করে লো কেমন।

( উভয়ের প্রস্থান )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

( ইন্দ্রালয়—প্রকোষ্ঠ )

অর্জ্জুন। কি ভয়ঙ্কর অতীতের স্মৃতি !

সেই সব কথা জাগিলে হৃদয়ে

প্রাণের ভিতরে যেন বহে ঘোর ঝড়।

হায় ! বৈজয়ন্ত ধামে—

নিত্যশান্তিময় সুরপুরে,

সুরপতি সনে যাপিতেছি কাল
অনন্ত সুখের স্রোতে।
বিলাস কানন—নন্দন বন,
অঙ্গের ভূষণ—পারিজাত,
কোটিচন্দ্র জিনি' রূপ যাহাদের
সেই অনিন্দিতা রূপবতী
অপ্সরা নিকর
তোষে মন নৃত্যগীত দানে।
আর পাণ্ডুপুত্রগণ?
অহো! ঘৃণিত নারকী আমি—
নরকের বিষ্ঠাকীট আমি!
অনন্ত রৌরবে মোর নাহি হবে স্থান—
পাণ্ডুপুত্রগণ—গহন কাননে,
বৃক্ষতলে, ধূলিশয্যা'পরে,
ফল মূলাহারে যাপি' কাল
আছে পথ পানে চেয়ে মোর তরে!
পাঞ্চালীর নেত্রনীরে ভাসিছে ধরণী!
আর আমি—এ বিলাস ভোগে
কাটাইছি কাল সুরলোকে?
ধিক্ মোরে ধিক্!
( সচকিতে ) ওকি!
সহস্র বীণার ঝঙ্কার যেন
হ'য়ে একত্রিত—পশিছে শ্রবণে।
কোথা হ'তে আসে এ মধুর তান?

এ আবার কোন্ প্রহেলিকা!
দেখি ক্ষণকাল—

( গাইতে গাইতে উর্ব্বশীর প্রবেশ )

গীত।

পরাণে উধাও হ'য়ে উধাও প্রাণে ছু'টে আসি।
হৃদয়ের বড় আশা, প্রেম পিপাসা—
বিধুমুখে মধুর হাসি।
তুলিয়ে বদনখানি, হৃদয়মণি,
চাওনা ফিরে দাসীর পানে,
পড়েছে পরাণ বাঁধা, আর কি বাধা, কভু মানে—
( টানে প্রাণ জোর টানে দিয়ে গলে প্রেমফাঁসি )

অর্জ্জুন। কে তুমি লো রূপবতি?
ভুবন উজল করি রূপের ছটায়,
কি হেতু ফিরিছ হেথা এই নিশাকালে?

উর্ব্বশী। শোন ধনঞ্জয়,
উর্ব্বশী আমার নাম,
জনম অপ্সরা কুলে!
হে বীরেন্দ্র, ইন্দ্রাদেশে এবে
আসিয়াছি হেথা
ভজিতে তোমারে আজি নিশাকালে।
হে প্রিয়দর্শন,
বাঞ্ছা মম করহ পূরণ—

ও নয়নবাণে হরিয়াছ প্রাণ মন
নৃত্যসভা মাঝে।

অর্জ্জুন। ছি-ছি! হে সুন্দরি!
না ভাবিও হেন,
না আনিও হেন কথা মুখে।
মম পিতৃকুল অবতংশ,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনভোগ্যা তুমি,
তাই উৎসুক নয়নে
হেরিনু তোমায় নৃত্যসভামাঝে।
দেবারাধ্যা তুমি, ধনি,
পরম আরাধ্যা মোর!
কেনলো ললনে!
করিছ ছলনা দাসে?

উর্ব্বশী। হে প্রিয়দর্শন!
এই কি হে প্রেমিক-হৃদয়?
এই কি হে প্রণয়ের রীতি?

গীত।

পীরিতির রীতি বঁধু ইহা কি?
অবলা পাইয়ে এতভাল কি?
চুপি' চুপি' লুকি' লুকি' প্রাণ চুরি করিয়া
ধরিতে গেলে পালাও বঁধু ছুটিয়া ধাইয়া—
নিঠুর বঁধুয়া,

নারীর প্রাণে এত সহে কি —
এই কি বঁধু ভালবাসা আ-ছি-ছি-ছি-ছি!

অর্জ্জুন। হায়! হায়!
এ আবার কোন্ প্রহেলিকা!
হে মহেশ!
এ আবার কোন্ খেলা খেলাইছ প্রভো!
দগ্ধ হ'নু বুঝি।
হে উর্ব্বশি,
ক্ষমাকর দাসে—কেন ভাব হেন?
আমি গো অধম মানব
তুমি পূজ্যা মম।
মাতৃসম মানি গো তোমায়।
যে অনলে দহিতেছে মন
আর জ্বালা তার উপরে দিওনা কখন।

উর্ব্বশী। ছি-ছি বঁধু
এ কি রীতি তব?
ও নবযৌবন চারুদেহ খানি,
সৃজিলা কি বিধি যাইতে বিফলে
হেন নিশা কালে?
দাসী আমি তব—কেন হও বাম?
পূর্ণকর মনস্কাম মোর।
তুমি প্রভু—আমি হে কিঙ্করী
তুমি সূর্য্য—আমি পঙ্কজিনী,

তুমি মার—আমি বটে রতি
তুমি আলো—আমি হে আঁধার।
তুমি অলি - আমি ত কুসুম
তুমি মেঘ—আমি হে চাতকী
তুমি রাজা—আমি রাণী,
কিঙ্করীরে কেন পায় ঠেলিছ প্রাণেশ!
এস হে মিলন সুখে বঞ্চি এ রজনী।

### গীত।

আমি দাসী প্রেমপিয়াসী, কেন বঁধু ঠেল পায়।
কাছে এসে হেসে' হেসে' জুড়াও এই তাপিত কায়।
ভরা গাঙ্গে ঢেউ উঠেছে বাঁধন ভেঙ্গে' ধায়,
নতুন ডালে ফুল ফুটেছে সুবাসে মাতায় —
আর সখা দিয়ে দাগা কাঁদাও কেন অবলায়।

অর্জ্জুন।　(কাঁপিতে কাঁপিতে)
অহো! ভস্ম হ'নু বুঝি!
চতুর্দ্দিকে বিষম অনল হ'ল প্রজ্জ্বলিত,
বাড়াইছে লক্ লক্ শিখা!
কোথা যাই—কোথা যাই?
কে আছ কোথায় রক্ষা কর মোরে।
ঐ—ঐ পুনঃ,
হানিতে আসিছে তীক্ষ্ণ শর।
হারাইনু প্রাণ - হারাইনু প্রাণ!

রক্ষা কর মোরে—রক্ষা কর মোরে।
উর্ব্বশি! উর্ব্বশি!
মাতা তুমি মোর —
কুন্তী সম পূজি তোমা হৃদয় মন্দিরে।
ক্ষমা কর দাসে,
ঢেকে ফেল তব লক্ লক্ শিখা!
ধরি পায়—ভস্মীভূত করিওনা আর!
(অন্তভাবে) আর নাহি পারি তিষ্ঠিতে হেথায়,
ডুবিলাম বুঝি অনন্ত নরকে!
অনন্ত অনলে যেন দহিছে পারণ!
হে দেবেন্দ্র!
পিতা! পিতা! কোথা তুমি এবে,
হের পুত্র তব আজ,
হারাইছে প্রাণ পিশাচিনী করে।
(অন্তভাবে) আরে রে পিশাচি,
দূর হও সম্মুখ হইতে মোর।
আরে রে কামুকা! আরে রে পাপিনি!
যুগে যুগে বিস্তারিয়া কুহকের ফাঁদ,
করেছিস্ সর্ব্বনাশ কত মহাজনে
পাপের অতল গর্ভে ডুবায়েছিস্ কত শত জীবে
তবুও কি মিটিল না সাধ?
তবুও কি পাপশিখা তোর
নিভিলনা কভু?
পুনঃ কহি—যা ত্বরা করে,

পাণ্ডবের বাসভূমি, নহে গণিকার ক্রীড়াস্থল,
দূর-হ পাপিনি—দূর-হ রাক্ষসি—

( পুষ্পবৃষ্টি )

উর্ব্বশী। আরে নরাধম,
সামান্য মানব হ'য়ে এত অহঙ্কার ?
দেবকুলে কর অবহেলা ?
আইনু হেথায় আমি
পিতার আদেশে তব,
নিজ হ'তে যাচিলাম রতিসুখ !
মাতিয়া গরবে সব বিদলিলে পায় !
ভাল, উপযুক্ত ফল লভ এইবার,
মম অভিশাপে,
ক্লীব হ'য়ে কাট কাল অবনীমণ্ডলে,
জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে
ভূধর-কন্দরে কিংবা জলধি-গরভে—
কোথাও না পাইবে নিস্তার
উর্ব্বশীর অভিশাপ হ'তে।
নেত্রাসারে ভাসুক মেদিনী,
হৃদয়ের শান্তি-সুখ যা'ক রসাতলে,
চিরঅস্থিরতানলে পুড়ুক পরাণ,
অশান্তির শতশিখা ঘেরুক চৌদিকে,
অনুতাপে পরিতাপে দহুক জীবন !
বাক্য মম না হবে অন্যথা।

( বেগে প্রস্থান )

অর্জ্জুন। ঘোর বিপদ তরঙ্গমালা!
এক যায় আর আসে ;
উর্ব্বশীর অভিশাপ না হবে বিফল,
লভিব ক্লীবত্ব এবে!
হে বিভো! অর্জ্জুনের ভালে
আর কত লিখিয়াছ তুমি
জানিব কেমনে?
নিতান্ত নারকী আমি,
তাই ভাগ্যে মোর অনন্ত যন্ত্রণা!
অভাগার দুঃখ-বিভাবরী
কবে যে প্রভাতা হবে
বলিব কেমনে?

(বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। বৎস রে, ধন্য তুই মোর!
কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগত
অনন্ত কালের তরে।
চিত্রসেন পাশে শুনিয়াছি সব কথা!
তাই আসিয়াছি হেথা,
করিবারে আলিঙ্গন প্রেমভরে।
আনন্দে নাচিছে প্রাণ আজ,
ধন্য আমি—তেঁই তুই মোর
পুত্ররূপে অবতীর্ণ অবনীতে
বাড়াইতে মান মোর।
উৎকৃষ্ট কাঞ্চন ফেলিলে অনলে

হয় দ্বিগুণ উজ্বল,
তথা তুই আজ উজলিলি ত্রিভুবন।
উর্ব্বশীর অভিশাপে হ'য়োনা ব্যথিত বাপ!
হইবে মঙ্গল তায়।
ত্রয়োদশ বর্ষে, যবে বনবাসে
করিবে অজ্ঞাত বাস,
সেই একবর্ষ থাকিবে ক্লীবত্ব লভি'—
করিবে বিবাহ।
সেই বর্ষ অন্তে ঘুচিবে ক্লীবত্ব তব।
এবে লভরে বিশ্রাম,
কল্য পাঠাইব তোমা
হেরিবারে সপ্ত-স্বর্গ।

অর্জ্জুন।　　পিতা! পিতা!
তব চরণ প্রসাদে,
কত জ্ঞান লভিল এ দাস সংখ্যা নাই তার।
অধম মানব আমি
তেঁই মোহজালে পড়ি'
মঙ্গলেও ভাবি অমঙ্গল।
এবে মর্ত্ত্যভূমে, পাঠাও দাসেরে
আছে পাণ্ডুপুত্রগণ পথপানে চেয়ে।
মম অদর্শনে মৃতপ্রায় আছে সবে

ইন্দ্র।　　না—বাছা—না কহিও হেন!
না ভাবিও পাণ্ডব-ভাবনা।
আসিবে লোমশ ঋষি

কালি মম স্থানে,
পাঠাইব তা'রে ধর্ম্মরাজ পাশে
বলিতে বারতা তব।
এবে রহ কিছুকাল হেথা
লভ সব জ্ঞান।
করহ বিশ্রাম এবে,
যাই আমি লভিগে বিরাম।

(দুইদিকে দুইজনের প্রস্থান)

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(নিবাতকবচের প্রাসাদসম্মুখীন রাজপথ)

---

(ফুলওয়ালীগণের প্রবেশ)

### গীত।

এমন প্রাণহরা বনফুলের মালা গেঁথেছি বাহার!
বাহবা-বাহবা, বড় মজাদার।
সদ্যফোটা বনের ফুল, ছোয়নি অলি দেয়নি হুল,
(বাসে) পাগল করে প্রাণ, করে সুধার ধার
পাপ্‌ড়ীতে এর মধু ঝড়ে, কত চোরা বাঁধা পড়ে,
ফুর্-ফুর্-ফুর্-ফুর্,
(মলয়) ছড়ায় মধু তা'র।

গন্ধ পেয়ে অন্ধ হ'য়ে, মনচোরা ছুট্‌ছে ধে'য়ে,
প্রেমেতে বিভোর
( হ'য়ে ) পরে প্রেম-হার।

( প্রস্থান )

( অর্জ্জুন ও মাতলীর প্রবেশ )

অর্জ্জুন। হে মাতলি,
পিতার নির্দ্দেশ মত,
সপ্ত-স্বর্গ যমালয় করি' প্রদক্ষিণ
আইলাম কালকেয়
নিবাতকবচ-দেশে।
কিন্তু কোথা সেই পিতৃদ্রোহী দৈত্যাধম ?
শাস্তি দিতে সেই পাপাচারে
নাচিতেছে অস্রস্রোত ধমনীভিতরে।

মাতলী। হে বীরেন্দ্র !
এখনও শোন কথা মোর।
মহাবলীয়ান নিবাতকবচ
পরাজিত দেবসেনা যাহার প্রতাপে।
একাকী তুমি দমিবে কেমনে তা'রে ?
এবে পাঠাও বারতা দেবেন্দ্রের পাশে;
নিয়ে দেবসেনা
করিও সমর নিবাতকবচ সহ।

অর্জ্জুন। ছি - ছি ভীরো !
না ভাবিও হেন !

এবে বল, কোথা সেই দৈত্যাধম।

মাতলি। ঐ-ঐ বুঝি পার্থ!
হুঙ্কারিয়া ভৈরব নিনাদে
আসিতেছে নিবাত কবচ।
হও হে প্রস্তুত শক্রসুত।

(সৈন্যগণ সহ নিবাতকবচের প্রবেশ)

নিবাত। দাঁড়ারে দুর্ম্মতি মানব!
পিপীলিকামত সাধ
পাখা পে'য়ে, উড়িতে আকাশে?
যাঁহার প্রতাপে স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড,
ত্রাসিতঅন্তর সদা দেবকুল,
তাঁর সনে সাধে বাদ
হীনজন্ম ধরার মানব?
অহো! কি দুরাশা!
মণ্ডূকে বাসনা করে পরাজিত অহি,
সামান্য শফরী চাহে জিনিতে নক্রেরে,
মেষ চাহে শৃঙ্গ-বলে
উপাড়িতে দুর্ভেদ্য ভূধর!
ছি-ছি ঘৃণায় পূরিল প্রাণ!
ভুবনবিজয়ী দৈত্যবীর নিবাতকবচ
পরাজিয়া সুরগণে
যুঝিবেক আজি রণে মানবের সনে?
এ দুঃখ রাখিতে ঠাঁই নাই ভূমণ্ডলে!
হা-রে তস্কর—হা-রে অধম!

আর কিরে পাইবি নিস্তার ?
মানব-জীবন-সাধ ঘুচিল এবার,
এখনি পাঠাব তোরে কৃতান্তসদন।

অর্জ্জুন। শোন দৈত্যাধম !
নহে ইহা রমণী হৃদয়—শুনিয়া তর্জ্জন তোর
হইবেক ভীত !
ও সব আস্পর্দ্ধা কেন দেখাও অর্জ্জুনে ?
হেন আস্ফালন দেখাইও
দৈত্যবালাগণ পাশে।
সুরজিৎ বলি কেন আর কর আড়ম্বর ?
এখনি পরীক্ষা হবে,
হওরে প্রস্তুত।

( উভয়ের যুদ্ধ )

মাতলি, মাতলি,
বাজিয়াছে বুকে বড় শেলাঘাত !
ভীষণ, দুর্দ্ধর্ষ এই দৈত্যবীর,
পরাজিতে নাহি পারি।
কহ এবে কি করি বিধান ?
ফুৎকারে জ্বালিলে সামান্য অনল,
ধরিলে সে গৃহবস্তু যথা গরজে ভীষণ,
তথা এই দৈত্যসনে বাঁধাইয়া রণ
ঘটাইনু প্রমাদ !
কহ যুক্তি উপযুক্ত যেবা হয়।
বিষম ভুজঙ্গবাণে

করিয়াছি হস্তক্ষেপ!

মাতলি। হে পাণ্ডব!

এই হেতু করেছিনু নিবারণ।

এবে কর এক কাজ—

লভিয়াছ যেই অস্ত্র মহেশের পাশে

মহেশে স্মরিয়া,

হান সেই অস্ত্র এই দৈত্যের উপর।

ইহা ভিন্ন আর যুক্তি নাই!

এ মহীমণ্ডলে

তুমিই সক্ষম শুধু

নিক্ষেপিতে সেই অস্ত্র পাশুপত।

হে বিভৎসু! তেঁই কহি পুনঃ,

বধ সেই ভীম অস্ত্রে এই দৈত্যাধমে,

রাখহ শাশ্বতঃ কীর্ত্তি এই ভূমণ্ডলে!

অর্জ্জুন। ভাল কথা করা'লে স্মরণ!

হে শঙ্কর, প্রসন্ন হইও দাসে।

( পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ )

নিবাত। একি বীরবর!

ঘুচিল কি জয়াশা এবার?

অর্জ্জুন। ওরে মূঢ়!

প্রতিফল লভরে এবার —

( যুদ্ধ ও পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ

ও নিবাতকবচের মৃত্যু )

মাতলি। হে অর্জ্জুন!

অক্ষয় কীরতি আজ রাখিলে ধরায়
বিনাশিয়া এই মহাবল দেবত্রাস
নিবাতকবচে।
নিঃশঙ্ক হইল দেবকুল
লভিলে শাশ্বতকীর্ত্তি অবনীমণ্ডলে।
চল এবে বীর,
আনন্দে সুরেন্দ্র দিবে আলিঙ্গন
তোমা হেন নন্দনেরে।

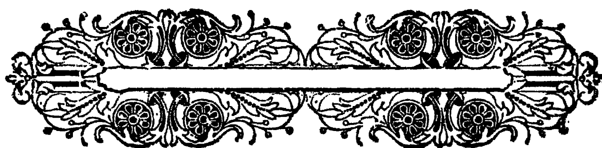
নেপথ্যে। ধন্য ধন্য পার্থ মহারথ!
ত্রিদিবের ত্রাস আজ ঘুচাইলে বাহুবলে।
যতদিন রবিশশী থাকিবে ধরায়
ততদিন গাবে তব এ বিজয় গাঁথা।
যাও ঘরে আশীর্ব্বাদ করে দেবগণ
পাশুপত অস্ত্র কভু করোনা ক্ষেপণ
মানবের'পর।

(পুষ্পবৃষ্টি)

মাতলি। আশীসিছে দেবগণ,
করিছেন পুষ্পবৃষ্টি!
ধন্য তুমি বীর ধনঞ্জয়!
চল এবে ইন্দ্রপুরে।

(প্রস্থান)

---



# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হস্তিনাপুর - রাজকক্ষ)

দুঃশাসন, শকুনি ও বিদুষক।

শকুনি। (দুঃশাসনের প্রতি) বাবাজি হে! এই যে অতুল সুখ-সম্পদ ইহার এখনও পূর্ণবিকাশ হয়নি। একটু বাকী আছে!

বিদু। হুঁ — এক-টু-উ বা-কী আছে। তা' কি জান? এই অতুল ঐশ্বর্য্যের আসল মূলাধার এই মামাজির পোঁদে একটা বাঁশ দিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে বসিয়ে রাখ; বাবাজিকে যে কেউ টের পে'লনা, এমন মাণিক কেউ চিনলে না!

শকুনি। চুপ কর নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ।

বিদু। আঃ।

দুঃশাসন। পূর্ণ সুখের কি বাকী রইল মামা!

শকুনি। হা-হে বাবাজি শত্রুপক্ষ যদি এইসব না দেখ্‌লো— তা'দের চোখ্ যদি না জ্বললো, তবেইতো মজাটা আর হলোনা।

বিদু। বা — বা — বা! এইবার পূর্ণাহুতি! সোণার সোহাগা হ'বে!

দুঃশা। ঠিক্ বলেছে মামা! এখন কি কত্তে হ'বে? আহা মামা! তুমি না হ'লে ত আর বুদ্ধি জোটেনা!

বিদু। ঠিক্ বলেছ ভায়া! মামা আমাদের বুদ্ধির সাক্ষাৎ ভারত মহাসাগর। মামার পেটে কতই না বুদ্ধির ছালা আছে! মামা ঠাকুর! একবার দয়া ক'রে ছালা না হউক অন্ততঃ একটা ছেঁড়া থ'লে দিলেও বেঁচে' যাই।

শকুনি! মুখ সামলিয়ে কথা বলিস্!

বিদু। আঃ খেপ কেন মামা ঠাকুর?

শকুনি। ঐ মহারাজ আস্‌ছেন। তাঁহাকে সব বুঝিয়ে বল। এরপর যা'হয় পরামর্শ দেব।

( দুর্য্যোধনের প্রবেশ )

দুর্য্যো। মামা! সফল সকল কাম এবে
তোমার কৃপায়।
তব বুদ্ধিবলে অতুল বিভব আজি
ভুঞ্জে দুর্য্যোধন।
কিসে তুষিব তোমারে মামা,
ভে'বে স্থির নাহি পাই।

শকুনি। মামার কি সাধ আর?
মামার সাধ—তোমার ঐশ্বর্য্য শুধু।
সুখে র'লে তুমি
মামা ভাসে সুখের পাথারে।

বিদু। আহা! মামার প্রকৃতই নিঃস্বার্থ ভালবাসা—নিখুঁত প্রেম! মামা যস্য গৃহে নাস্তি শ্যালকশ্চ ন বিদ্যতে, অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্। অর্থাৎ যা'র ঘরে মামা বা শ্যালা নেই, তা'র গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়াই ভাল।

দুঃশা। শোন দাদা,
এবে এক ভাল কথা কহিলেন মামা,—
অতুল ঐশ্বর্য্যসুখ ভুঞ্জিতেছি মোরা,
কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য—এ বিভব
না দেখিল শত্রুপক্ষ;
এবে করি' যুক্তি মামাসনে করহ বিধান,
মোদের সম্পদরাজি
দেখাইতে পাণ্ডবেরে।

দুর্য্যো। ধন্য মামা তুমি!
উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ মামা।
কহ এবে কিরূপে হইবে
উদ্দেশ্য সফল?

শকুনি। শোন বাছা মম উপদেশ।
শুনিলে এসব কথা অন্ধরাজ
নিশ্চয় ঘটা'বে বাধা।
এবে পাণ্ডব সকল
কাম্যবনে করিছে বসতি,
ঘু'রে ফি'রে প্রভাস তীরেতে।
ঘোষযাত্রা—শাস্ত্রের বিধান—

রাজার কর্ত্তব্য সদা।
ঘোষযাত্রাকথা ব'লে অন্ধরাজ পাশে
চল সবে প্রভাসতীর্থেতে
লইয়ে সবারে।
নরনারী অনুচর আছে যত কুরুপুরে
ল'য়ে সবে কর যাত্রা।
সিদ্ধ হ'বে বাঞ্ছা তব।

দুর্যো। কল্পতরু বুদ্ধি মামা।
হে বয়স্য যাও তুমি—
কুরুপুরে ঘরে ঘরে
এ সংবাদ কর বিঘোষিত

বিদু। অবশেষে এই তেরা দিবার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। তথাস্তু রাজা—তবে আমি যাই। বলি "দিব্য স্ত্রীপূর্ণকুম্ভং"—দুর্গা দুর্গা দুর্গা।

(বিদূষকের প্রস্থান।

দুঃশা। মামা! নাচছে প্রাণ আজি
আহা কিবা যুক্তি মামা খাটাইলে আজ।
না রহিলে তুমি
মুহূর্ত্তেই কুরুকুল যায় রসাতল।

দুর্যো। দুঃশাসন।
সাজাও সৈনিকগণে
কহ সবে কুরুপুরে—
ধনবস্ত্র অলঙ্কারে হ'তে বিভূষিত।
যাই—আমি পিতার সদনে

লইবারে অনুমতি।

(দুর্য্যোধনের প্রস্থান)

দুঃশা। মামা চল তবে,
ইচ্ছা হয় কাঁধে নিয়ে তোমা
নাচি নিশিদিন।
চল এবে করিগে উদ্‌যোগ।

(প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিদুষকের বাটীর সম্মুখ)

(তীর্থযাত্রী-রমণীগণের প্রবেশ)।

### গীত।

আমরা তীর্থে যে'তে সেজেছি।
পরিয়ে গেড়ুয়া বসন, ত্য'জে ভূষণ
ঝুলী কাঁধে নিয়েছি।
এটেছি কোমরে বাঁধ, আর কভুনা পাতবো ফাঁদ
টিপ্‌ না কেটে, ঐ ললাটে, গঙ্গামাটী দিয়েছি।
ছেড়েছি মুচ্‌কি হাসি, প্রেমফাঁসি
তুলসী মালা লয়েছি।
চাইবনা আড়নয়নে, গুরুনাম জপ্‌ছি মনে,
জোছ্‌নালোকে, ফুলবাগানে, যাবনা দিব্যি ক'রেছি,

এখন জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে
তপস্বিনী হ'য়েছি।

( লাঠী হাতে বেগে বিদূষকের প্রবেশ )

বিদূ। দাঁড়া মাগীরা দাঁড়া! আজ লাঠিয়ে তীর্থ যাত্রার মজাটা দেখাবো। ( লাঠী হাঁকান )।

রমণীগণ। ওলো বামুন খেপে'ছে। চল্ ছু'টে পালাই।

( নারীগণের প্রস্থান )

বিদূ। আপদ্ গেল! আমার বাড়ীতে যেন বিয়ের নূতন বর এয়েছে! দিন নেই, রাত নেই, কেবল বেটা আর বেটীরা আস্‌ছে আর যাচ্ছে! জ্বালাতন ক'রে খে'লে! এ বলে 'আমায় নিয়ে যাও', ও বলে 'আমায় নিয়ে যাও' আমি যেন সবার বৈতরণীর ষাঁড়! ( সচকিতে ) ওটা আবার কে? অ্যাঃ—

( গাইতেং শ্রীহট্টদেশীয় জনৈক তীর্থযাত্রীর প্রবেশ )

গীত।

( ওরে ) ছল্‌না বাই, খে খে যাবি থীর্ত্ত থরিতে,
রাজার সইঙ্গেথে।
জুয়ান, বুরা, মাইয়া, ফুত, চুর, চুট্টা, আর হাহুর স্থত,
থারুর মানা নাইকো যেতে।
লাগবেনা বাই ঠাখা থরি, থাইতে ফাবে ফেট বরি,
হাহুর সঙ্গ ফারবি থত্তে।

তীর্থ-যাত্রী। ঠাখুর থর্ত্তা! ফেন্নাম থরি। সইঙ্গে থরি থীর্ত্তে লইয়া যাইবেন নি?

বিদূ। কি জ্বালা! কোথাকার মরা কোথায় এ'সে মরে।

তী—যা। ঠাউরথর্ত্তারে অত্ত রাগত্ দেহা যায় থেরে।

বিদূ। তা' তীর্থে যে'তে হয় যাবি, এখানে মত্তে এলি কেন।

তী—যা। থর্ত্তায় তো ময়রাজের মস্ত বান্দব—এহেবারে ইথ্থাফনের ঠেকা। থর্ত্তায় দয়া অইলেই তো গরীব বাইছ যায়। থর্ত্তায় মনে থইল্লে খিনা অইত্ত ফারে? থর্ত্তায় মনে থইল্লে আশীবছরে বিয়া অইত্ত ফারে, জাতি ব্যাদ উইডা যাইথ ফারে, গরের মাউগে বাপ্ ডাথ্থো ফারে, বিদবার ছাইলা অইথো ফারে, এই গরু আরাইলে পা'ও ফাওয়া যাইথো ফারে।

বিদূ। বে'র-হ বেটা ছিলোটে ভূত! বে'র-হ এখান থে'কে।

তী—যা। থা, ছিলট্টা ভূত থইয়া অথ ছোট্ ফাট্ থয় খেরে। আগাগো ছিলট্ট থি একঠা থম্ দ্যাশ এহন পো থলিথাল কড়বে; থলিথালে যে বাঙ্গলা দ্যাশ পর্য্যন্ত দীরে দীরে আমাগো ছিলট্ট গামিল আইয়া আগামে বাইবে। ছিলট্টী ছিলট্টী বইলে ঠাট্টা থর, আর রাজা রাঙ্গা থমলা খাওয়ার বেলায় থো খুব ফার!

বিদূ। (স্বগতঃ) কি গেরো! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা যা এখন। তোকে নিয়ে যাবো।

তী—যা। এইবার থর্ত্তা ফতে আইসো। আম্‌রা অনেক অনেক দ্যাশ গুরি, ডের ডের লুথ দেহি।

(প্রস্থান)

বিদূ। রক্ষে পেলেম! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার" ব্যাপার কিন্তু সেইরূপই হ'য়ে উঠেছিল। ঐ আবার আস্‌ছেন গিন্নী, আবার না জানি কোন্ কৈফিয়ত দিতে হয় —

( ব্রাহ্মণীর প্রবেশ )

ব্রাহ্মণী। ওগো, আমিও যা'ব।

বিদূ। আমলো মাগী! তুই আবার কোথা যাবি?

ব্রাহ্মণী। কেন রাজার সঙ্গে তীর্থে!

বিদূ। ওলো, প্রাণ-প্রেয়সী! তা' কিছুতে-ই পারবোনা।

ব্রাহ্মণী। কেন?

বিদূ। ও বাবা! সেথা লোকের যে হুড়োহুড়ি, দৌড়দৌড়ি। অতবড় গোলে তোকে ত সববাই তিল্ তিল্ ক'রেই চু'রে ফেল্‌বে; শেষে কি আমি উত্তরী গলায় দিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরবো?

ব্রাহ্মণী। না—আমি যাবই। তুমিকেন নিষেধ কচ্ছো! অঁ্যা — অঁ্যা — অঁ্যা ( ক্রন্দন )

বিদূ। আঃ! কি বেতালা বেসুরো অংলা পাহাড়ী ধ্রুপদ চৌতাল মিশ্রিত বদ্ আওয়াজ! ভাত গুলো ও যে হজম হ'বেনা? ও গো, থা-ম গো থা-ম। তোমার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ, একবার থামো।

ব্রাহ্মণী। তবে বলো, আমায় নিয়ে যা'বে!

বিদূ। গিন্নি, ঘরে বসেইত ঢের পুণ্য সঞ্চয় করেছ, আবার ঘরের বের হ'তে চাও কেন? পুণ্য যে শেষে ফাজিল হ'য়ে পড়বে!

ব্রাহ্মণী। হাঁ—যাবো-ই।

বিদূ। একান্তই প্রাণেশ্বরি, যা'বে যদি যাও! (স্বগত) তীর্থের নামে মাগীগুল যেন ক্ষেপে উঠে! (প্রকাশ্যে) তা, জিজ্ঞেস্ করি বামনী ঠাক্‌রুন। তীর্থেত যা'বে, এখন দোলা পাই কোথা? এ হেন বপু ধরে, এমন দোলা তো আর ফরমাস্ না দিলে মিলবে না! আচ্ছা দেখ, নাগরদোলায় ব'সে যেতে পারবে কি?

ব্রাহ্মণী। কেন, তুমি কাঁধে নিয়ে যেতে পারবে না?

বিদূ। তা' মানিনীরা অনুমতি কর্‌লে কাঁধে কেন, আজ কাল্‌কার দিনের মিন্সেরা মাথায় ক'রে নিতেও প্রস্তুত! তবে সোণার চাঁদ, এ গরীব সে বিষয়ে কিছু নাচার! তা'হ'লে যে পাষাণ চাপা হ'তে হ'বে! একেবারেই কংশ বধ!

ব্রাহ্মণী। তা' যাক্। আচ্ছা রাজবাড়ী থে'কে কে কে যাবেন?

বিদূ। একবারে কাঠাম শুদ্ধ সব! কুকুর বেড়াল পর্য্যন্ত!

ব্রাহ্মণী। তবে যে দেখ্‌ছি ব্যাপার বিরাট্!

বিদূ। কাঠুরেরাও ভয়ে কাট্‌ছে কাঠ।

ব্রাহ্মণী। কেন?

বিদূ। আরে বোকি! তীর্থ হ'তে কি আর সকলেই পুণ্যের জাহাজ নিয়ে সজ্ঞানে সশরীরে ফির্‌বেন? তবে আর তীর্থের মাহাত্ম্য কি, যদি না জ্বল্‌লো চিতের ঘি? এক একটা তীর্থযাত্রা পড়ে, আর চিত্রগুপ্তের খাটুনি বাড়ে! তা'যাক্, এখন চল – ঘরেচল। ঝাঁমা টামা দিয়ে শরীরটা

মে'জে ও'জে সব ঠিকঠাক করগে। আর আমিও একটু খাটে পড়িগে।

( প্রস্থান )

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

( প্রভাস তীর্থ )

( তীর্থযুবতীগণের প্রবেশ )

গীত।

চল্‌লো ধে'য়ে আসি নে'য়ে গাঙ্গের কিনারায়,
ঐ দেখ জোয়ার ব'য়ে যায়।
উজান বে'য়ে লাগে তরী ঘাটের কিনারায়,
বিষম লেঠা জুট্‌বে লো সই ঘট্‌বে শেষে দায়,
ওলো হন্‌হনিয়ে আয়।
ভরা কলসী নিয়ে কাকে জলদ্‌ ছু'টে আয়,
মিন্সেরা সব হাঁ করিয়ে মুখের পানে চায়,
ওলো হন্‌হনিয়ে আয়।
কুলবধূ নদীর কূলে জল আনিতে যায়,
ঘোমটাতলে খেম্‌টা নেচে আড়নয়নে চায়,
ছি-ছি-লাজে প্রাণযায়—ওলো হন্‌হনিয়ে আয়

( প্রস্থান )

( চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের, উদ্যানরক্ষক ও রক্ষয়িত্রীগণের প্রবেশ। )

১ম রক্ষয়িত্রী। হাঁ ভাই! সেই গান্‌টা গা'না?

২য় রক্ষয়িত্রী। কোন্‌টা?

রক্ষক। ঐ যে কাল্ গেয়েছিলি—"লালটুক্ টুক্"—

---

গীত।

অমন লাল-টুক-টুক লাল-টুক-টুক মুখে আঁখির ঠার
হে'নে কেন কে'ড়ে প্রাণ নিচ্ছ বঁধু আর?
হে'লে দু'লে, লহর তুলে, উজান চলে যাও,
অমন ক'রে কেন বঁধু অবলা মজাও,
প্রেমের পাকে, লুকিয়ে, থে'কে কত না কাঁদাও
(আবার) হেচ্‌কে টানে, টে'নে প্রাণে, হান ক্ষুরধার
রক্ষক। মে'রে ফেল প্রাণ।

( গাইতে গাইতে প্রস্থান )

( দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতির প্রবেশ )

দুর্য্যো। হের ভাই, হের হে মাতুল,
কত সুখে মাতি' আজ
বিরাজিছে কৌরবনিকর
এ প্রভাসে।
দেখিছে পাণ্ডবগণ ঐশ্বর্য্য মোদের।
অহো! সেই রাজসূয় কথা
এখনও মনে আছে জাগরূক।
আজি প্রতিশোধ তা'র।

( উদ্যানরক্ষকের পুনঃ প্রবেশ )

উঃ রক্ষক। মহারাজ,
বিরাজিছ তুমি যেই স্থানে
ল'য়ে কুরুদল,
বটে ইহা চিত্রসেনের উদ্যান।
তব পার্শ্বচরগণ
করিতেছে ছিন্ন ভিন্ন সব।
তেঁই কহি ত্যজি' এইস্থান
যাও স্থানান্তরে !
তব মঙ্গলের তরে করি সাবধান।

দুর্যো। ওরে ধৃষ্ট !
কাহারে দেখাও ভয় ?
কা'র ভয়ে ত্যজিব উদ্যান ?
পালাও দুর্ম্মুখ হেথা হ'তে,
ন'লে, পা'বে শাস্তি যথোচিত।

( উদ্যানরক্ষকের প্রস্থান )

কর্ণ। মহারাজ !
আজি সার্থক জীবন !
উন্মত্ত, দাম্ভিক
পাণ্ডুপুত্রগণ
আজি পাইয়াছে প্রতিশোধ !

শকুনি। এ জন্তেই হেথা আসা ;
শত্রু যদি নাহি দেখে আপন বিভব,
তবে সে বিভবে ধিক্ !

নারীর যৌবনে কিবা ফল—
যদি নাহি দেখে পতি ?

দুঃশা। শোন কোলাহল হ'তেছে বাহিরে,
উঠিছে বিষম রোল !
দেখ অগ্রসরি,
কি ঘটিল উদ্যান মাঝারে।

( বিদূষকের প্রবেশ )

বিদূ। সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! কেবল ধর্‌ছে আর বাঁধ্‌ছে গো, কেবল ধর্‌ছে আর বাঁধ্‌ছে ! ওগো, কি হ'বে গো ! কোথায় যা'ব গো ! ও ! ও !

দুর্য্যো। কি হ'য়েছে বল ত্বরা করি' ?

বিদূ। ওগো ! সর্ব্বনাশ গো ! সর্ব্বনাশ ! কতকগুলি গন্ধর্ব্বসেনা এসে মেয়ে, বুড়, বালক সবাই কে ধর্‌ছে আর বাঁধছে, ধরছে আর বাঁধছে ! ওগো ! কি হ'বে গো ! ওগো আমার গিন্নী কোথা গো ! সে বুঝি নেই গো নেই !

দুর্য্যো। বুঝিলাম,
গন্ধর্ব্বের বনে সৈন্যগণ করিল উৎপাত,
তাই তা'রা আসিতেছে
ল'তে প্রতিশোধ !
বীরগণ ! সাজহ সকলে
কর গন্ধর্ব্বেরে দণ্ড সমুচিত।

( চিত্রসেনের সৈন্যগণসহ প্রবেশ )

চিত্র এই যে এই যে

দস্তিগণ রয়েছে হেথায়।
সৈন্যগণ,
বধ পাপাচার গণে।
কর শাস্তি যথোচিত।

( যুদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব সেনাগণ কর্ত্তৃক
কৌরবগণের বন্ধন )

বিদূ। ওরে বাবারে! ও গিন্নি! ওমা তুমি কোথায় রইলে গো! ওগো আমারে বেঁধোনা গো বেঁধোনা! আমি তোদের খুড় বাবা! হায় হায়! কি হ'বে গো! এইবার তো মাত্র বন্ধন? এরপরই তো মস্তশূল! আঃ অত জোরে কেন? হাতে বড্ড লাগে যে! কোথাকার ছোট লোক!

( সকলকে বাঁধিয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান )

( অপর দিক্ দিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও
অর্জ্জুনের প্রবেশ )

যুধি।　ভাই ভীম! ভাই অর্জ্জুন!
পড়িল বিষম কোপে
কৌরব সকল।
ভু'লে যাও শত্রুভাব এবে,
বিপদে করহ রক্ষা কুরুভ্রাতৃগণে।
অবিলম্বে যাও সবে
বিলম্বে ঘটিবে পরমাদ।

( সকলের প্রস্থান )

( বেগে চিত্রসেনের প্রবেশ )

চিত্র।　উপযুক্ত শাস্তি এবে

দিব পাপিগণে।
ঐশ্বর্য্যগরবে হইয়ে গর্ব্বিত,
দেবদ্বিজ সবে করে অবহেলা
দম্ভি দুর্য্যোধন।

( ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ )

অর্জ্জুন। হে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন,
এবে শোন অনুরোধ পাণ্ডবের—
ছে'ড়ে দাও কৌরবনিকরে
কর ক্ষমা সব অপরাধ।

চিত্র। কি আশ্চর্য্য!
একি কথা কহ ধনঞ্জয়!
মান অপমান—সব কিহে
দিলে জলাঞ্জলি?
পাণ্ডবের চিরশত্রু কৌরবনিকর;
সে কৌরবতরে করিতেছ
অনুরোধ মোরে?
ধিক্ হীনজন্ম মনুষ্যনিকরে!

অর্জ্জুন। শোন চিত্রসেন,
যদিও কৌরবগণ শত্রু পাণ্ডবের,
তবু তা'রা রক্তমাংসে
বাঁধা একত্রিত পাণ্ডবের সনে।
বিপদে আপন জনে করা পরিত্রাণ—
শাস্ত্রের বিধান!
মধুপোকাগণ আপনা আপনি

করয়ে কলহ নিশি দিন,
কিন্তু বহিঃশত্রু আক্রমণে
সবাই একত্র হ'য়ে করে প্রাণপণ।
তেঁই মোরা আসিয়াছি
রক্ষিতে কৌরবে।

চিত্র। (স্বগতঃ) অহো কি উন্নত হৃদয়!
এজন্যই যুধিষ্ঠির "পুণ্যশ্লোক" ভবে!
(প্রকাশ্যে) অপরাধী বলি'
বাঁধিয়াছি কুরুদলে
না করিয়া শাস্তির বিধান,
না পারি ছাড়িতে কভু।

ভীম। ভাল নাই কিরে মনে ত্রাস?
এখনও বলি,
যদি নিজ হিতআশা কর চিত্রসেন,
ছে'ড়ে দাও কুরুগণে।

চিত্র। অত ভ্রূভঙ্গি দেখাও কাহারে ভীম,?
ও ভয়ে না হ'বে ভীত চিত্রসেন।
যদি সাধ অস্ত্রবিনিময়ে
কুণ্ঠিত তাহাতে নহি কভু!
না ছাড়িব কুরুদলে!
থাকিলে শকতি, লহ,
যুঝি মোর সনে!

ভীম। রে দম্ভি! রে বর্ব্বর!
গর্ব্ব তোর চূর্ণিব এবার,

হওরে প্রস্তুত।

( যুদ্ধ ও সকলের প্রস্থান )

( একদিক দিয়া যুধিষ্ঠির ও অপর দিক্‌দিয়া ভীমার্জ্জুন ও দুর্য্যোধন, শকুনি, বিদূষক ইত্যাদির প্রবেশ )

অর্জ্জুন। দাদা,

আজ্ঞা তব করেছি পালন।

মুক্ত এবে কুরুদল।

যুধি। ( দুর্য্যোধনের প্রতি )

এস ভাই করি আলিঙ্গন।

পাইলাম নবীন জীবন

হেরি তোমা সবে।

যাও ভাই নিজস্থানে,

যাই মোরা এবে।

( যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান )

দুর্য্যোধন। অহো! কি অপমান!

সহ্য নাহি হয় আর।

বনবাসী হ'য়ে,

এখনও যেন মহাসুখে

কাটাইছে কাল।

হিংসানল—হিংসানল

জ্বলিল হৃদয়ে দাউ দাউ ক'রে।

শকুনি। বৎস, আর পরিতাপে কাজ নেই। গলায় কাঁটা ফুট্‌লে, বেড়ালেরও পায় ধত্তে হয়। চল এখন, মামা বেঁচে থাক্‌লে এর বিধান হ'বেই হ'বে। তবে দায়ে প'ড়ে যে

বরটা দিতে হ'ল এই বড় দুঃখ।

( বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান। )

বিদূ। মারো ধরো ভাঙ্গো মাথা, তবু না যা'বে বেড়ালের বড়াইর কথা! মামাজি কুরুবংশটাকে চিতার ছাই না বানিয়ে আর ছাড়্বেন না! যম এত লোককে ধ'রে টানাটানি করেন, কিন্তু শকুনি যেন তাঁর কাছেও মৌরসি পাট্টা নিয়েছে! মা জগদম্বা! একবার কৃপা কর্গো—জোড়া মো'ষ দিয়ে পূজো দেবো। বাবা, আরজন্মের কোন পুণ্যের জোর ছিল, আর মাগীরও কপাল ভাল, তাই রক্ষেটা পেলেম। নচেৎ "তীর্থদর্শনং—কুললক্ষণং" ব্যাপার 'শূলারোহণং' ব্যাপারে পরিণত হতো! না জানি কোন্ গণ্ডমূর্খ ব্যবস্থা লিখেছেন "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং, নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং"—নেহাত অর্ব্বাচিনের কথা! আরে আজকালের প্রকৃত কুলীনের লক্ষণ হলো "অলসতা পেটুকতা আইবুড়ো মেয়ে গৃহে রক্ষণং, বহুবিয়ে দস্তখতবিদ্যে শ্বশুরগৃহে তিষ্ঠনং, পিতাপুত্রে ভায়রা-ভাই সম্বন্ধের বন্ধনং, বেশ্যাবৃত্তি মদ্যপানং নবধা কুললক্ষণং। তা'যা'ক মামাজির এখনও কুলীনত্বের অনেক লক্ষণ ফলাতে বাকী আছে। তা'ফলাতে হয় ফলাও, আমি আর না। খুব তীর্থযাত্রা হ'ল, নাকটা আর কানটা নিয়ে যে ফিড়ে' যে'তে পারলুম ইহাই যথেষ্ট। আর মাগী —তীর্থের নামে লাফিয়ে উঠেছিল—বারণ করলুম্ তবু শোন্লেনা; এবার বাড়ী গিয়ে শ্যালীকে ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে বাপ্রে বাপ্রে ডাক্ ছাড়াব, তবে ছাড়্বো!

( বিদূষকের প্রস্থান )

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

( বিদুরের বাটী

কুন্তী।

গীত।

ওমা দুর্গে দুঃখহরা, বিপদ্‌হরা তারা,
এই কি বিধান কর্‌লি মা।
মায়ের কোল খানি, ক'রে গো মা খালি
রত্নগুলি কই নিলি মা।
কি দোষে দাসী, দোষী ও চরণে
কেন বা বঞ্চিত কর্‌লি পুত্রধনে
হইয়ে পাষাণী, পাষাণ-নন্দিনী
এত দুঃখ দিলি মা।
হৃদয়ের জ্বালা, বলিব কেমনে,
কিছু কি গো ওমা পশেনা শ্রবণে
ভেসে গেল ধরা নয়নের জলে,
তোর্ প্রাণ কি মা গলেনাঃ—
বড় ব্যথা পে'য়ে ডাকি গো-মা তোরে
বড় দুঃখ পে'য়ে কাঁদি গো কাতরে,
মা হ'য়ে মায়েরে, কেমন করিয়ে
চরণে ঠেলিলি মা।

কুন্তী। ঘোর অন্ধকার!
কিছু নাহি যায় দেখা!
হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে ফুটি' এ আঁধার,
ঘেরিলরে চারিদিক্!
আঁধার পরাণ, আঁধার ভুবন,
আঁধার হ'য়েছে দশ দিশি!
শূন্যে শূন্যে মিশি সে আঁধার
ছুটিছে অনন্তে!
কোথা যাই—কোথা যাই?
অন্ত নাহি পাই—অন্ত নাহি পাই!
ওকি? ওকি?
অসংখ্য বিজলী ছটা একত্রিত হ'য়ে
ছাইল অম্বর—ধাঁধিল নয়ন?
নিবিল দামিনী ছটা পুনঃ আচম্বিতে,
আঁধার—আঁধার পুনঃ,
কিছু নাহি যায় দেখা,
কিছু নাহি যায় দেখা!
( অন্যভাবে )
ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠীর,
মহাবল বৃকোদর,
ভুবনবিজয়ি- ধনঞ্জয়—পুত্র মম!
সপত্নী-তনয় নকুল সদেব
বীর চূড়ামণি—ব'লি বিখ্যাত ধরায়।
এ হেন পাঁচটি রতন

উজলিত মোর হৃদয় মন্দির,
হাসিত পরাণ, হাসিতরে মনঃ,
হাসিত সংসার—নাচিত জগত,
বিভাসিত ছিল সব তা'দের আলোকে!
এগরবে গরবিনী কুন্তী নিশি দিন,
এ সুখে নাচিত নিত্য কুন্তীর হৃদয়!
কিন্তু কোন্ পাপে? কোন্ পাপে?
না জানি বিধাতা ভাসাইলা অভাগীরে
দুঃখের পাথারে!
পাষাণ—পাষাণ হৃদয় মোর,
তাই এখনও বহি দেহ ভার!
সুখশয্যা'পরে—সুখস্বপ্ন হেরি
যাপিতেছি বিভাবরী আমি;
আর বাছাগণ?
অহো! ফেটে যায় বুক!
ফেটে যায় প্রাণ!
আর জ্বালা সহেনা পরাণে,
কাঁদিতে না পারি আর
রোধে কণ্ঠস্থল!
রাজভোগে যা'রা কাটাইত কাল,
ইন্দ্রপুরীসম হর্ম্ম্যতলে থাকি,
ভূতলের ইন্দ্রপদ লভিল যাহারা
তা'রা কিনা আজ—
ভয়াবহ কানন-কন্দরে,

তৃণশয্যাতলে—খে'য়ে ফল মূল
কাটাইছে কাল!
নিতান্ত নারকী আমি
নিতান্ত পাপিনী আমি,
তাই মোর পাপে, এ দুর্গতি বাছাদের আজি।
হায়! হায়! কোথা যাই
কোথা গিয়ে জীবন জুড়াই!
পথ নাই! পথ নাই!
পু'ড়ে গেল পু'ড়ে গেল প্রাণ!
দগ্ধ হনু বুঝি, দগ্ধ হনু বুঝি!
লোকে পুত্র চায় কত আশা ক'রে
ইহলোকে—পরলোকে
সুখ ভুঞ্জিবারে—
কিন্তু হায়!
পুত্র সত্বে পুত্রহীনা আমি,
হইলাম কাঙ্গালিনী ভবে!
কে বুঝিবে দুঃখ মোর;—
এ দারুণ জ্বালা
কোথা গিয়ে জুড়াইব হায়!

গীত।

আমার এই প্রাণের ব্যথা
কে-রে বুঝিবে বল।
তাপিত পরাণে মোর, কে ঢালিবে শান্তিজল

এ জীবনের সাধ ঘুচিল ঘুচিল মোর,
জীবন মরণ মোর সকলই সমান,
অনাথিনী ব'লে, কে লইবে তু'লে
মুছাবে কে আঁখি-জল।

---

ঘোর দাবানল জ্বলিল চৌদিকে,
বাড়াইছে দীপ্তশিখা—লক্ লক্ লক্!
জ্বলিতেছে দাউ দাউ—ধক্ ধক্ ধক্!
ভস্মীভূত হইলাম বুঝি!
বাপ্‌গণ—কোথা তোরা এবে?
মরিল দুঃখিনী জননী আজ
ঘোর দাবানলে!
এস বাপ্‌গণ—এস দুঃখিনীর প্রাণ
একবার বক্ষে করি' জুড়াই জীবন।
কই? কেহ নাহি হইল সদয়,
গলিলনা কাহারো হৃদয়,
পুত্রহারা জননীর নয়নের নীরে!
কাঁদিলনা কারো প্রাণ দুঃখিনীর দুখে!
যাই—যাই!
আর, এ পরাণে কিবা কাজ?
নিবাই অনলরাশি
জাহ্নবীর নীরে—

( গমনোদ্যত )

দৈববাণী।

কোথা যাও উন্মাদিনি, শান্ত কর মন!
আত্মহত্যা মহাপাপ জান না কি সতি!
ক্ষণজন্মা পুত্রগণ তব—ধরার মঙ্গল,
বাঁধা যাহাদের পাশে ভকতির ডোরে
আপনি শ্রীহরি!
কেন তাহাদের অমঙ্গল চিন্ত অকারণ?
তেঁই কহি ধনি, সাধিও না তাহাদের
অমঙ্গল কভু।
যাও ঘরে দুঃখরাশি হইবেক দূর,
ধন্য হ'বে এ ভারত পুত্রধনে তব।

কুন্তী। অহো! সম্মুখে জীবন্ত বাধা
দহিতে আবার!

(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(কাম্য বন)

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। এত দিনে পূর্ণবল পাণ্ডবেরা।
ইচ্ছা মম হইবে পূরণ ত্বরা।
সফলকাম হইয়াছে ধনঞ্জয়,
লভিয়াছে দিব্য অস্ত্ররাজি,

এতদিনে ঘুচিবে ধরার ভার,
ধ্বংশ হ'বে কুরুকুল ;
বাজিবে ধর্ম্মের ডঙ্কা—
লীলার মাহাত্ম্য মোর হইবে প্রচার।
যাই এবে,
দেখা দিয়ে পাণ্ডবনিকরে
করি গিয়ে শান্তি দান।
আহা! পাণ্ডবের সহবাস
বড়ই মধুর মোর,
গোলোকেও এত মধু নাই।
ঐ ঐ বুঝি আসে
পাণ্ডুপুত্রগণ।

( যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ )

যুধি। হে মুরারে,
এত দিনে দাসগণে পড়িল কি মনে?
ভুলিয়ে কি ছিলে নাথ দুর্ভাগ্য পাণ্ডবে?
হে মাধব, জগতের সব কষ্ট
পারি সহিবারে অবহেলে,
কিন্তু তব বিরহের জ্বালা
নাহি সহে প্রাণে।

কৃষ্ণ। এ কি কথা কহ ধর্ম্মরাজ?
কৃষ্ণ কি পাণ্ডব ছাড়া পারে রহিবারে?
কি এক মোহন বাঁধে বেঁধেছ তোমরা,
তাই পাড়য়াছি বাঁধা,

ধরিয়েছি নাম পাণ্ডবের সখা।

অর্জ্জুন। সখা হে,
পাণ্ডবের সখা ব'লে কিহে
হ'রেছিলে তব তেজঃ আমা হ'তে
কিরাত-সমরে?

কৃষ্ণ। তেঁই তুমি পূর্ণকাম আজি।
চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ
স্থাপিলে মহীতে।
না হরিলে বিষ্ণু তেজঃ
সৃষ্টিখানি যে'ত রসাতল।

যুধি। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তুমি,
অনন্ত মহিমা তব,
রহস্য তোমার বোঝে সাধ্য কা'র?
হে মঙ্গলময়,
সর্ব্বকার্য্য তব মঙ্গলনিদান
ধরাতলে।
এবে দীননাথ,
বাঞ্ছা মম এক জাগিছে হৃদয়ে—
পূরাবে কি দয়া ক'রে দেব?

কৃষ্ণ কহ ধর্ম্মরাজ,
কি বাঞ্ছা তোমার।
মনোরথ তব করিব পূরণ।

যুধি। বাঞ্ছাকল্পতরু সম্মুখে যাঁহার,
তা'র কি আর অন্য বাঞ্ছা

থাকরে হৃদয়ে ?
এবে এই মাত্র বাঞ্ছা মনে—
যাঁহাদের কৃপা বলে
অর্জ্জুন আমার লভিল অক্ষয় কীর্ত্তি—
যাঁদের করুণা বলে হ'য়ে বলীয়ান্
ভাই মোর উতরিল বিপদ-পাথার,
তাঁদের মোহন মূর্ত্তি দেখিবারে সাধ
হৃদয়ে আমার।
করুণা নিদান, দেখাও করুণা ক'রে
এক স্থানে—একাধারে
লক্ষ্মীনারায়ণ আর হরপার্ব্বতীরে,
হেরিয়া ঘুচাই সব ভবের জঞ্জাল।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মবীর,
তববাঞ্ছা পূরা'ব এবার
জপ ইষ্টদেবে হৃদয় মন্দিরে,
হের ওই—

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

(উজ্জ্বল দৃশ্য)

লক্ষ্মীনারায়ণ ও হর পার্ব্বতী।
দেবদেবীগণ।

গীত।

দেবগণ। নমো দামোদর নমো পীতাম্বর
হৃষীকেশ জনার্দ্দন।

দেবীগণ ।　নমো নারায়নি পতিত পাবনি
　　কেশব হৃদিরঞ্জন

দেবগণ ।　নমো ব্যোমকেশ মৃড় কীর্ত্তিবাস
　　বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন ।

দেবীগণ ।　নমো হৈমবতি অপর্ণা পার্ব্বতি
　　দেহি গো অভয় চরণ ।

দেবগণ ।　বাসুদেব গোবিন্দ ধরাভার হারী

দেবীগণ ।　( রমা ) শ্রীহরিপ্রিয়ে পদ্মালয়ে
　　নমো নমো ক্ষেমঙ্করি ।

দেবগণ ।　গঙ্গাধর ভূতেশ উমেশ ধূর্জ্জটি

দেবীগণ　( গৌরি ) শিবানি উমে হররমে ।
　　নমো নমো ভগবতি ।

দেবগণ ।　নমো নারায়ণ বম্ বম্ হর
　　বলরে ভরিয়ে বদন ।

দেবীগণ ।　কেশব মোহিনী বল কাত্যায়নী
　　পলাইবে দূরে শমন ।

---

যবনিকা পতন ।

# কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক ।

## [ কাব্য ]

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

উড়িষ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই মহাশয় বলেন—

"আপনার" কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছে। চিরস্মরণীয় মধুসূদনের অনুকরণ বড় সহজ নহে, তথাপি আপনি সে ছন্দ রচনায় বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার ছন্দ অতি সরল ও সহজ, পড়িয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

কলিকাতার সাহিত্য সভার সেক্রেটারী, টাকীর বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বলেন :—

"আমি পুস্তকখানি যত দূর পড়িয়াছি তাহাতেই উহার ভাষা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি। গ্রন্থের বিষয়টি মহাভারতমূলক সুতরাং সুপরিচিত হইলেও আপনার লিখন কৌশলে "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" নুতন আকার ধারণ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেন্সেলার মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বলেন :—"কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছে"।

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মাননীয় বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ,

বলেন :— "আপনার "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" কাব্য পাঠে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। উক্ত পুস্তকে আপনার কবিতা রচনা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হয়।"

কলিকাতার ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত লাল গোপাল সেন বলেন :—"আমি ইহা ( কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক ) পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইহার রচনা ও বিষয় অতি সুন্দর হইয়াছে

( ইংরেজীর অনুবাদ )

কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় বিখ্যাত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত বলেন :—

"তুমি যে এত সুন্দর লিখিত পার তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এমন কি এরূপ রচনায় একজন শ্রেষ্ঠ কবিও যশস্বী হইতেন। তোমার এই প্রথম উদ্যম নিশ্চয়ই তোমাকে বর্ত্তমান বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন দান করিবে।" ( ইংরেজীর অনুবাদ )।

স্কুলের ডেঃ ইনস্পেকটার, "জীবন" ও "জলাঞ্জলি" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচয়িতা শ্রীযুক্ত অক্রুর চন্দ্র সেন বলে :—"পুস্তক খানা সুন্দর হইয়াছে। লেখা সরল, স্থানে স্থানে কবিকল্পনার মাধুর্য্য আছে। দ্বিতীয় সর্গে চিত্র দর্শনের অবতারণা অভিনব। উহাতে পুস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা ও ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ, আপনি সুন্দর রূপেই বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম।"

ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টার বাবু দক্ষিণা রঞ্জন ঘোষ বলেন :— "আপনার "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" খানি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে। যেমন রচনা মাধুর্য্য, তেমন চরিত্র বিন্যাস, যেদিক

দিয়াই ধরাযায়, সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাব্য শ্রেণীতে ইহা বিশেষ স্থান পাইবার অধিকারী"।

হিতবাদী ( ১৩০৮। ৫ ই পৌষ ) বলেন :—

"লেখক নবীন, তিনি কবিতার চর্চ্চা করিলে প্রবীণ কালে যশস্বী হইতে পারিবেন।"

অনুসন্ধান ( ১৩০৯। ২২ শে অগ্রহায়ণ ) বলেন :—

"যে পুস্তকদ্বারা সমাজের কোন না কোন শ্রেণীর বিন্দু পরিমাণও উপকার দর্শিতে পারে বিবেচনা করি, তাহারই আমরা সুখ্যাতি করিয়া থাকি। এ বিষয়টি কাব্যোচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখকের দৃশ্য বর্ণনায় শক্তি আছে, স্থানে স্থানে পড়িতে ভাল লাগে। আমরা এই নবীন কবির প্রশংসাই করিলাম, শুদ্ধ সৎসাহিত্যের সেবায় তিনি যশস্বী হউন।"

ঢাকা গেজেট ( ১৩০৮। ২৮ শে মাঘ ) বলেন :—

"ইহা একখানি বীরকরুণরসাত্মক কাব্যগ্রন্থ। সপ্তরথী মিলিয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে একটি বীরশিশুকে অন্যায়রূপে নিহতকরা হইয়াছিল, তাহারই পুণ্যকাহিনী মনোহর অমিত্রাক্ষর ছন্দে এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বীর শিশুকে গর্হিতরূপে বিনিহত হইতে দেখিয়া গ্রন্থকার মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছেন, এ গ্রন্থখানি সেই মর্ম্মযাতনারই ক্ষীণ অভিব্যক্তি। গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষার লালিত্য ও মনোহর ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।"

সারস্বত পত্র ( ১৩০৮। ১০ ই বৈশাখ ) বলেন :—

"বইখানি সুন্দরবাঁধান এবং ভাল অক্ষরে ভাল কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। কাব্যের বিষয়, অভিমন্যুবধ। ষোড়শ বর্ষীয় বালক অভিমন্যুকে সপ্তমহারথীর একযোগে

আক্রমণ এবং নিরস্ত্র অবস্থায় তাহার প্রাণ সংহার, বীরনামের কলঙ্ক নয় ত কি? এই হেতুই কবি, অভিমন্যুবধকে বীরক্ষেত্রের কলঙ্করূপে নির্দ্দেশ করিয়া কাব্যের নাম "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" রাখিয়াছেন। নামটি ঠিক হইয়াছে। এই কাব্যের প্রায় সমস্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, মাঝে দুইচারিটী ক্ষুদ্র কবিতা মিত্রাক্ষরেও লিখিত হইয়াছে। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় মধুসূদনের সমকক্ষ কেহ এখনও হইতে পারেন নাই, কালীভূষণও সেইরূপ। কিন্তু পদবিন্যাসের মাধুরী ও প্রাঞ্জলতায় মধুসূদনের অনুকারী অমিত্রাক্ষর লেখকদিগের মধ্যে কালীভূষণও প্রথম শ্রেণীতে আসন পাইবার যোগ্য। মাঝে মাঝে দুই-একটী ব্যাকরণগতভুল ও মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়াছে। ইহা না থাকিলে কালীভূষণের এই ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে ঈদৃশ পদ্য রচনায় মাইকলের পরে ভাষা বিষয়ে বিশুদ্ধ আদর্শরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম। কুরুক্ষেত্র-কলঙ্কের স্থানে স্থানে কবিত্ব পরিস্ফুট দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি।

আমরা দেখিয়া একান্ত সুখী হইয়াছি যে কালীভূষণের কুরুক্ষেত্র কলঙ্কের কোন চরিত্রে কোন দিক্ দিয়া কলঙ্কস্পর্শ ঘটে নাই। যেটী যেমন হওয়া উচিত প্রায় ঠিক তেমনি হইয়াছে। প্রথম চেষ্টায় ইহাই যথেষ্ঠ। আমাদিগের বিশ্বাস যত্ন করিলে কালে কালীভূষণ, কবিভূষণ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন"।

# বঙ্গের কলঙ্ক।

## ( কাব্য )

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। বঙ্গের বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ "কবি ঔপন্যাসিক" শ্রীযুক্ত রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত বলেন:—"যে বিষয় অবলম্বন করিয়া আপনি আপনার কাব্য কৌশল দেখাইয়াছেন, উহা অতি মনোহর ও প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক। 'বঙ্গের কলঙ্ক' বিমোচন করিতে করিতে ক্রমে আপনারা 'ভারতের কলঙ্কও' অপনোদন করিতে পারিবেন ইহা আমি আশা করি। বঙ্কিমবাবু অনেকাংশে এই পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, এখন আপনাদের ন্যায় সাহিত্যসেবী সুকবির সেই পথে বিচরণ করা প্রার্থনীয়। আপনার সে শক্তি ও সৌভাগ্য আছে, গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছি।"

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, মাননীয় বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি এল মহোদয় বলেন:—মহাশয়ের "বঙ্গের কলঙ্ক" স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম। যাহা পড়িলাম তাহাতে কবিত্বের যথেষ্ঠ পরিচয় পাইলাম।"

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু দক্ষিণা রঞ্জন ঘোষ মাহাশয় বলেন:—

"বঙ্গের কলঙ্ক" কাব্য খানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ভাষা এমন প্রাঞ্জল ও মধুর যে পড়িতে আরম্ভ করিলে একটানা শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা করেনা।"